ইসলামী সংগঠনে
আনুগত্য
পরামর্শ
ইহ্‌তিসাব

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন

পরিবেশক
কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ৭১১২২০৪

প্রকাশক
মোঃ ফোরকান উদ্দীন
বায়তুল হিকমাহ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

পরিবেশক
কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
আজাদ সেন্টার (৯ম তলা), ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০।
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন ৭১১২২০৪, ০১৭১৫২৯২৬৬, ০১৭৩০৩১৯১৭।

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০০৩
তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৬

মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র
এক দামে ক্রয় করুন

প্রচ্ছদ
দি ডিজাইনার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

বর্ণবিন্যাস
কম্প্রিন্ট মিডিয়া এন্ড পাবলিশার্স

মুদ্রণ
কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং

ISBN 984-8285- 18-0

www.amarboi.org

অর্পণ

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মরহুম আব্বাজান জনাব মৌলভী বদিউজ্জামান ও মমতাময়ী মা মাফিয়া খাতুন এর কদম মুবারকে।

হে আল্লাহ! তুমি আমার আব্বাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে দাও আর মা'কে হায়াতে তায়্যিবা দান কর এবং তোমার প্রিয়জনদের মধ্যে শামিল করে নাও।

www.amarboi.org

সূচিপত্র

ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহ্‌তিসাব/৭
ইসলাম কি?/৭
সংগঠন কাকে বলে?/৯
ইসলামী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা/৯
ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য/১৪
আনুগত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা?/১৪
আল-কুরআনের আলোকে আনুগত্য /১৫
হাদীসের আলোকে আনুগত্য/১৭
আনুগত্যের ভিত্তি/২৩
আনুগত্য করার পূর্বশর্ত/৩৩
আনুগত্যের সীমা/৩৬
আনুগত্যের ক্ষেত্রে বর্জনীয়/৩৭
কিসে আনুগত্য নষ্ট করে?/৩৯
আনুগত্য পেতে হলে দায়িত্বশীলদের করণীয়/৪৬
দায়িত্বশীলদের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু দেখলে করণীয়/৪৮
আনুগত্যহীনতার পরিণাম/৫২
ইসলামী সংগঠনে পরামর্শ/৫৫
পরামর্শ কি?/৫৫
পরামর্শের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা/৫৬
পরামর্শ গ্রহণের উপকারিতা/৫৯
পরামর্শ যারা দেবেন বা পরামর্শ যাদের সাথে করবেন/৫৯
পরামর্শ দেওয়ার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলি/৬০
ইসলামী সংগঠনে ইহ্‌তিসাব/৬৫
ইহ্‌তিসাবের গুরুত্ব/৬৬
ইহ্‌তিসাবের উদ্দেশ্য/৬৮
ইহ্‌তিসাবের পদ্ধতি/৭০
সংগঠনে ইহ্‌তিসাব না থাকার পরিণাম/৭৮

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পটভূমি

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াচ্ছলাতু ওয়াচ্ছালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালীন। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমায়ীন।

মহান রাব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁরই পথে সুশৃঙ্খলভাবে জিহাদ (সংগ্রাম) করাকে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার উপায় হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। আর শৃঙ্খলার মূল উপাদান হচ্ছে আনুগত্য। ইসলামী সংগঠন করা যেমনি ফরয ইসলামী সংগঠনে নির্ভেজাল আনুগত্য করাও তেমনি ঈমানের অপরিহার্য দাবি। ঈমানের এই দাবি পূরণে অনেককে ব্যর্থ হতে দেখে কষ্ট অনুভব করছি। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনে কাজ করার সুযোগে আনুগত্য প্রশ্নে অনেক জটিল সমস্যা অবলোকন করেছি এবং ঐ সমস্ত সমস্যা সমাধানের কার্যকরী পদক্ষেপও দেখার সুযোগ পেয়েছি। এ জাতীয় সমস্যার আবর্তে জড়িয়ে অনেক ত্যাগী কর্মী ভাইদেরকেও আন্দোলনের পথ থেকে ছিটকে পড়ে যেতে দেখে দারুণ মানসিক কষ্ট পেয়ে 'আনুগত্য পরামর্শ ইহতিসাব' এই বিষয়ে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। '৯৯ সালে আমেরিকায় যাওয়ার পর ২০০০ সালে 'মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা'-এর Youth ভাইদেরকে নিয়ে একটি স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করার সুযোগ পাই। ঐ স্টাডি সার্কেলে ৩/৪টি অধিবেশনে উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখান থেকেই এই বিষয়ে পয়েন্টভিত্তিক একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা তৈরি হয়ে যায়। সেই কপিটি বাংলাদেশের ইসলামী সংগঠনের উঁচু মাপের দায়িত্বশীল, সংগঠক ও লেখক জনাব অধ্যাপক নাজির আহমদ এবং ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব আবু নাছের মোঃ আবদুজ্ জাহেরকে প্রদান করি। অধ্যাপক নাজির সাহেব এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন। এরপরে 'মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা'-এর উম্মাহ ম্যাগাজিনে দু'দফায় ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য ও পরামর্শ বিষয়টি ছাপা হয়। এভাবেই বিষয়টি বই প্রকাশের পথে এগিয়ে আসে। আজ তা বই আকারে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ, হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি।

বইটি লিখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বশীল ভাইদের পক্ষ থেকে আলোচনা, পরামর্শ ও সাংগঠনিক জীবনে আনুগত্য পরামর্শ ইহতিছাব প্রশ্নে নানা রকম সমস্যা এবং উক্ত বিষয়ে আন্দোলনের ভাইদের অসংখ্য প্রশ্ন, আপত্তি, অভিযোগকে সামনে রাখা হয়। এই সমস্যাগুলো কুরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা পর্যালোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। যাতে করে শয়তানের চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে দীন কায়েমের পথে ভাই ও বোনেরা সক্রিয় থাকতে পারেন।

www.amarboi.org

বইটি লিখার ক্ষেত্রে যাদের পরামর্শ ও দোয়া সাহস যুগিয়েছে আমি তাদের সকলকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। লেখালেখির বিভিন্ন সময়ে আরো যারা উৎসাহ দিয়েছেন তাদের মধ্যে Muslim Ummah of North America-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ সাঈদুর রহমান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবু আহমেদ নুরুজ্জামান, ফয়সাল ভাই, মাহতাব উদ্দিন ভাই, আনোয়ারুল হক ভাই, মীর মাসুম আলী ভাই, শিবলী ভাই, আফতাব মান্নান ভাই, মাহবুব ভাই, হাফেজ মোশাররফ হোসাইন, মাঈনউদ্দিন, শাব্বির আহমদ ও আকরামুল হক ভাই ও মাজহার ভাই অন্যতম। মনিরুল ইসলাম ভাই, সাইফুল, মমিন, শরীফ, আহছান, নুরুল করিম, সবুজ, আঃ কাদের, আদনান, আবরার আঃ হালিম প্রমুখদের সহযোগিতাও মনে রাখার মত। আমার জীবনসঙ্গিনী ফিরোজা আক্তার পলির সার্বিক সহযোগিতা অনেক কঠিন কাজকে সহজ করে দিয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান কর।

বিশেষ করে উক্ত বই রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ইসলামী চিন্তাবিদদের বইয়ের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাদের সকলের জন্য মহান রবের নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি কামিয়াব প্রকাশন এর স্বত্বাধিকারী ভ্রাতৃদ্বয় জনাব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন ও মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন এর প্রতি, যারা ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে বই প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ উনাদেরকে তাঁরই পথে আরো ভূমিকা পালন করার তৌফিক দিন।

লেখক হিসেবে আমি নবীন। সম্মানিত পাঠক মহলের নজরে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাকে জানালে বাধিত হব। ঈমানের দাবি পূরণার্থে যারা ইসলামী সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়েছেন, আনুগত্যের সঠিক Spirit নিয়ে দীন কায়েমের জন্য আজীবন সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তাদের জন্য এ বইটি যদি সামান্য অবদান রাখতেও সক্ষম হয়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

হে মালিক! হে রব! সম্মান, মর্যাদা ও কৃতিত্বের সবটুকুন অধিকার তোমার। অক্ষমতা ও দুর্বলতা সবটুকু আমার। হে পরওয়ারদিগারে আলম! তুমি এই সামান্য খেদমতকে কবুল কর। আমাদের সকলকে জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি দাও। জান্নাতকে আমাদের স্থায়ী আবাসস্থল বানাও। আমীন।

বিনীত

দেলোয়ার হোসাইন

ইমাম ও ডিরেকটর

বাইতুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার

New York, America

www.amarboi.org

ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহ্‌তিসাব

"ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য, পরামর্শ, ইহ্‌তিসাব"— এ বিষয়গুলো কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে চাই।

১. ইসলাম কি?

২. সংগঠন কাকে বলে?

৩. ইসলামী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা।

৪. ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য।

৫. ইসলামী সংগঠনে পরামর্শ।

৬. ইসলামী সংগঠনে ইহ্‌তিসাব।

ইসলাম কি?

ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ ইসলাম (اِسْلَامٌ) শব্দটি বাবে ইফ্‌য়ালের মাছ্‌দার (مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ اِفْعَالٌ); এর মূলধাতু হচ্ছে س - ل - م

ইসলাম (اِسْلَامٌ) শব্দটি সিলমুন বা সালমুন (سِلْمٌ/سَلْمٌ) শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হল, শান্তি চুক্তি, সন্ধি (Peace, Contract, Combination)।

বস্তুত একজন মুসলমান শান্তির জীবন যাপন করতে আদিষ্ট।

আবার ইসলাম (اِسْلَامٌ) শব্দটি আস্‌লামা (اَسْلَمَ) শব্দ থেকে নির্গত হলে এর অর্থ হবে- ইসলাম গ্রহণ করা, আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা, নির্দেশ পালন করা, সোপর্দ করা, অনুগত হওয়া।

ইসলাম শব্দের পারিভাষিক অর্থ ঃ আল কুরআনের ভাষায়, اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থাই হল ইসলাম।

আল হাদীসের ভাষায়, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে আগন্তুক হযরত জিব্‌রাইল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বিশ্বনবী (স) জবাবে ইসলামের যে পরিচয় তুলে ধরেছিলেন তা হল ঃ

اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -

অর্থাৎ ইসলাম হচ্ছে এই যে, তুমি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা হুকুমকর্তা নেই, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে।

(বুখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

বিশ্ব নবী এক প্রশ্নের জবাবে ইসলামের যে সংজ্ঞাটি তুলে ধরেছেন তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا إِلَيْنَا قَالَ بِدِيْنِ الْإِسْلَامِ - قَالَ وَمَا دِيْنُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ اَنْ تَقُوْلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ -

অর্থ ঃ মুআবিয়া বিন হায়দা আল কুশাইরী (রা) নিজের ইসলাম কবুল করার কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হই এবং জিজ্ঞাসা করি আমাদের রব কী পয়গাম দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছেন এবং আপনি কোন দ্বীন নিয়ে এসেছেন?

নবী করিম (স) বলেন, আল্লাহ আমাকে দ্বীন ইসলাম 'প্রদান করে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, দ্বীন ইসলাম কী? তিনি বলেন, ইসলাম হলো এই যে, তুমি তোমার সমস্ত সত্তাকে পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দাও এবং অন্যসব উপাস্য থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাও। আর সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। (আল ইসতীআব থেকে যাদেরাহ হাদীস নং ঃ ১৮১)

ইসলামের সংজ্ঞা অনেকে এভাবে দিয়েছেন ঃ

1. The Islam is not only the way of salvation also a Code of law and a guide to all political and economical even what we would call international situation.

2. Islam is the complete code of life.

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদের ভাষায়, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে সব রকমের আনুগত্য ও দাসত্ব পরিহার করে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম।

আর যিনি ইসলামকে মেনে চলেন, তিনিই মুসলিম।

যেমন– হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ঘোষণা, اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ আমি বিশ্ব জগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। (বাকারা ঃ ১৩১)

ইংরেজিতে যা দাঁড়ায় তা হল, Muslim is the uncondition and complete surrender to Allah. Total submission to the will of God.

ইসলাম হল সেই জীবন বিধানের নাম যা মহান আল্লাহর নিকট থেকে মানবমণ্ডলীর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন বা জীবন বিধান তালাশ করে, তাহলে আল্লাহ কখনো তা কবুল করবেন না। এ কথাটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার ভাষায় কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

www.amarboi.org

অর্থাৎ কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন বিধানের অনুসরণ করতে চায় তবে তার কাছ থেকে সেই ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালের কাঠগড়ায় সে চরমভাবে ব্যর্থ হবে। (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

সংগঠন কাকে বলে?

সংগঠন শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ সংগঠন অর্থ– সংঘবদ্ধকরণ, একত্রিতকরণ, ঐক্যবদ্ধ করণ, সংগঠিত করণ।

বিশেষ অর্থে সংগঠন বলতে দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবনকে বুঝায়।

সংগঠনকে ইংরেজিতে Organization, আরবিতে تَنْظِيْمٌ (তান্‌যীম) এবং হাদীসের ভাষায় جَمَاعَةٌ (জামাআত) বলে।

সংগঠনের পারিভাষিক অর্থ ঃ প্রতিষ্ঠিত কোন মতাদর্শকে উৎখাত করে নতুন আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সুসংগঠিত কতিপয় লোকের সামষ্টিক রূপ কাঠামোকে সংগঠন বলে।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "বিশেষ উদ্দেশ্যে একদল লোকের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও সুশৃঙ্খল উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকার নাম সংগঠন।"

ইসলামী সংগঠনের সংজ্ঞা ঃ ইকামাতে দীনের কাজ আঞ্জাম দেয় যে সংগঠন, তাই ইসলামী সংগঠন। (এ, কে, এম, নাজির আহমদ)

"ইসলামী আকীদাহ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর এই জমিনে বাতিল ও খোদাদ্রোহী মতাদর্শ উৎখাত করে আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যে কতগুলো লোকের সংঘবদ্ধ রূপ কাঠামোকে ইসলামী সংগঠন বলে।"

(মতিউর রহমান নিজামী)

আর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে ইসলামী আন্দোলন বলে।

ইসলামী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা
(The Necessity of Islamic Organization)

হযরত ওমর (রা) বলেন, সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই, আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। একাকী জীবন যাপনের কোন অধিকার মুমিনদের দেওয়া হয়নি। সুতরাং প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর উপর জামায়াতবদ্ধভাবে ইকামাতে দীনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা ফরযে আইন। আল্লাহর এই জমিনে সকল বাতিল মতবাদের মোকাবিলায় আল্লাহর দীন কায়েম করতে হলে সংঘবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই।

www.amarboi.org

আর যারাই এককভাবে জীবন যাপন করতে চাইবে তারাই শয়তানের শিকারে পরিণত হবে। ইসলামী সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জাহেলিয়াতে প্রত্যাবর্তনের শামিল বলে রাসূল (স) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

ইসলামী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোন সখের ব্যাপার নয়; বরং ইসলামী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমানের অপরিহার্য দাবি হচ্ছে জামায়াতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা।

জামায়াতবদ্ধ হওয়া কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা কুরআন-হাদীসের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১. সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ফরয

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

অর্থাৎ তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

২. সিরাতুল মুসতাকীম পাওয়ার উপায়

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অর্থাৎ যারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করবে, মূলত তাদের জন্যই রয়েছে সিরাতুল মুসতাকীম বা সহজ পথের দিশা। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০১)

৩. আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ـ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে সংগ্রাম করে। (সূরা ছফ ঃ ৪)

৪. আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার উপায়

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ـ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর দীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সহজ সরল সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। (সূরা নিসা ঃ ১৭৫)

৫. মহাপুরস্কারের ঘোষণা

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ اعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

www.amarboi.org

অর্থাৎ কিন্তু যারা তাওবা করবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে, আর একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজেদের দীনকে নিখুঁত করে নেবে, এমন লোকেরাই মুমিনদের সঙ্গী। বস্তুত আল্লাহ মুমিনদেরকে অতি শীঘ্রই মহাপুরস্কার প্রদান করবেন। (সূরা নিসা ঃ ১৪৬)

৬. আল্লাহ পাকের হুকুম

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ -

অর্থাৎ অতএব নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮)

৭. সংগঠন কায়েম করা নবীর তরীকা

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দীনকে নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি নূহ (আ) এর প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর আমরা আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করেছি এবং ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-এর প্রতিও নির্দেশ দিয়েছিলাম তা এই যে, এ দীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না। (সূরা আশ-শূরা-১৩)

৮. সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ -

অতঃপর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (সূরা শুআরা ঃ ১৫০)

আল-হাদীস থেকে

১. সংগঠন করা মহানবী (স)-এর নির্দেশ

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثِىِّ جَهَنَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى قَالَ وَاِنْ صَامَ وَ صَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ - (مسند احمد - ترمذى)

অর্থাৎ হযরত হারিছ আল আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি তোমাদেকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, যে বিষয়ে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তা হল ১. জামায়াতবদ্ধ হবে বা ইসলামী সংগঠন করবে, ২. নেতার কথা শুনবে, ৩. (নেতার) আনুগত্য করবে, ৪. (প্রয়োজনে) হিজরত করবে এবং ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ছেড়ে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গেল, সে যেন নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জুকে খুলে ফেলল। তবে যদি

www.amarboi.org

সে ফিরে আসে তাহলে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে অর্থাৎ মানব রচিত মতবাদের দিকে আহ্বান জানাবে সে হবে জাহান্নামে হামাগুড়ি দেয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামায-রোযা আদায় করলেও কি সে জাহান্নামী হবে? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ; যদি সে নামায-রোযা আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে তাহলেও সে জাহান্নামী হবে। (আহমদ, তিরমিযী)

২. জাহেলিয়াতের মৃত্যুরূপ মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (مسلم)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যকে অস্বীকার করতঃ ইসলামী সংগঠন পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায় মারা গেল, সে জাহেলিয়াতে আচ্ছন্ন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম)

৩. জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করার জন্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ - (مسلم)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের উচ্চ শিখরের অধিবাসী হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে। (মুসলিম)

৪. সংগঠন ছেড়ে দেওয়া ইসলাম ত্যাগ করার শামিল

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ - (رواه احمد وابو داؤد)

অর্থাৎ হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রশিকে স্বীয় গলদেশ থেকে আলাদা করে নিল। (আহমদ, আবু দাউদ)

৫. সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই

قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ -

www.amarboi.org

অর্থাৎ হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেন, সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই, আর নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই। (আসার)

৬. বিচ্ছিন্নতাবাদী জাহান্নামে যাবে

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ان اللّٰه لَايَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَيَدُاللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ - (رواه الترمذى)

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে অথবা বলেছেন, মুহাম্মদ (স) এর উম্মতকে কখনো ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াতের উপর আল্লাহর রহমত। সুতরাং যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে নিপতিত হবে। (তিরমিযী)

৭. বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি শয়তানের শিকারে পরিণত হয়

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ اَوْفِىْ بَادِيَةٍ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - (ابو داؤد ، نسائى)

অর্থাৎ হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন, কোন জঙ্গল অথবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে, আর তারা তখন (জামায়াতবদ্ধভাবে) নামায আদায় করার ব্যবস্থা না করে, তবে তাদের উপর অবশ্যই শয়তান প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। অতএব তুমি অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা নেকড়ে বাঘ পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগল-ভেড়াকেই শিকার করে খায়। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

৮. সফরেও সংঘবদ্ধ থাকার নির্দেশ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ - (ابو داؤد)

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনজন লোক সফর বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে থাকলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেওয়া উচিত। (আবু দাউদ)

৯. জামায়াতবদ্ধ থাকা সাহাবায়ে কেরামদের বৈশিষ্ট্য

ইমাম আওযায়ী সাহাবায়ে কেরামদের যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তার অন্যতম হল "সংঘবদ্ধ থাকাকে তারা নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেওয়া"।

www.amarboi.org

ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য

আনুগত্য শব্দের অর্থ ঃ আনুগত্য শব্দটি বাংলা। এর আরবি হচ্ছে এতায়াত (اطاعة); এর বিপরীত হল 'ইসইয়ান' অর্থ নাফরমানি। ইংরেজিতে বলে obey.

আনুগত্য শব্দটি অনুগত হওয়া, মান্য করা, মেনে চলা, আদেশ-নিষেধ পালন করা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কর্তৃপক্ষের ফরমান অনুযায়ী কাজ করা।

আনুগত্য শব্দটি ৩টি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া।

২. কুরবানী করা। যেমন– মতবাদের কুরবানী, অর্থের কুরবানী, সময়ের কুরবানী, শ্রমের কুরবানী, আরাম-আয়েশের কুরবানী

৩. উচ্চতর শক্তি বা ব্যক্তির আদেশ মানা।

বাংলা ভাষায় আনুগত্য শব্দটি আরো যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ।

আদেশ পালন করা, হুকুম তামিল করা, আজ্ঞানুবর্তিতা, তামিল করা, বাধ্যতা, অনুবর্তিতা, অনুগামিতা, গ্রাহ্য করা, আমল দেওয়া, নির্বাহ করা, প্রতিপালন, সম্পাদন, নিষ্পাদন, হাসিল করা, অনুসরণ করা, অনুসৃতি, অনুবর্তন, মান্যকরণ, মান্য করা, অলঙ্ঘন, মানিয়ে চলা ইত্যাদি।

অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, মেনে চলা; মাথা পেতে নেওয়া, মেনে নেওয়া, শিরোধার্য করা, মাথায় তুলে নেওয়া, কথা মত চলা, মুচলেকা দেওয়া।

প্রতিজ্ঞা পালন করা, কথা রাখা, বাধ্যবাধকতা, অবশ্য পালন করা, আবশ্যকতা, পালনীয়, বাধ্যতামূলক, আবশ্যিক, ধরা-বাঁধা, অবশ্য কর্তব্য, অলঙ্ঘনীয়।

পারিভাষিক অর্থে আনুগত্য ঃ ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে নিরঙ্কুশভাবে মেনে নিয়ে ইসলামী সংগঠনের যাবতীয় মারূফ কাজে নিজের মতামতকে কুরবানী করে দিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে চলাকে আনুগত্য বলে।

আনুগত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

শরীরে জীবনীশক্তি না থাকলে মানুষ যেমন গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে, তেমনিভাবে সংগঠনে আনুগত্য না থাকলে সাংগঠনিক গতিশীলতা নষ্ট হয় এবং কর্মীবাহিনী কাজের উদ্যম হারায়। ফলে সংগঠনের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, সংগঠনের শৃঙ্খলার মূল উপাদান হচ্ছে আনুগত্য। যে সংগঠনে আনুগত্য নেই, সে সংগঠনে শৃঙ্খলা নেই। আর শৃঙ্খলাই যদি না থাকে, তাহলে সংগঠনে বহু লোকের ভিড় জমলেও এর কোন মূল্য হয় না। যেমনি মূল্য নেই প্রাণহীন একটি সুন্দর সুঠাম দেহের। কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আনুগত্যের গুরুত্ব নিম্নে তুলে ধরা হল।

www.amarboi.org

আল-কুরআনের আলোকে আনুগত্য

১. আনুগত্য করা ফরয, ইহা আল্লাহর নির্দেশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মাঝে উলিল আমর বা দায়ীত্বশীল যারা তাদের আনুগত্য কর। (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

২. আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার উপায়

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ কর তবে আমার আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন, আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (আলে ইমরান ঃ ৩১)

৩. হেদায়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ-

অর্থাৎ যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে হেদায়াতে প্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব হল শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া। (সূরা নূর ঃ ৫৪)

৪. আল্লাহর দয়া পাওয়ার উপায়

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

অর্থাৎ এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনগত্য কর, অর্থাৎ হুকুম মান্য কর আশা করা যায় তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩২)

৫. আনুগত্য ঃ মুমিনের কাম্য

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ-

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর[১]। (সূরা শুআরা ঃ ১৩১)

৬. আনুগত্যহীনতা আমলকে বরবাদ করে দেয়

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ

অর্থাৎ হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। মনন্তর তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ করো না। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৩)

---

১. অর্থাৎ রাসূলে করিম (সা) এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা।

www.amarboi.org

৭. সফলতার হাতিয়ার

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَى اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ -

অর্থাৎ ঐসব লোকেরাই সফলকাম যার আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, এবং তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকে। (সূরা নূর ঃ ৫২)

৮. আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত লোকদের সঙ্গী বানায়

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐ সব লোকদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। (সূরা নিসা ঃ ৬৯)

৯. ঈমানের অপরিহার্য দাবি

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا - وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ ঈমানদার লোকদের বক্তব্য তো এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হবে এজন্য যে, রাসূল (সা) তাদের মামলা মুকাদ্দামার ফয়সালা করে দিবেন, তখন তারা বলে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। (সূরা নূর ঃ ৫১)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا -

অর্থ ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

১০. আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে সুন্দর মন নিয়ে করতে হবে

قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا - طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

অর্থ ঃ নবী হে! আপনি বলে দিন, কসম খেয়ে আনুগত্য প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই। আনুগত্যের ব্যাপারটা তো খুবই পরিচিত ব্যাপার। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সূরা নূর ঃ ৫৩)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ছাড়া

www.amarboi.org

চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলে আপনি তাদের মধ্যে থেকে থাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১১. আনুগত্য স্বেচ্ছায় করতে হবে

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ـ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি তা হতে মুখ ফিরাল, তা যাই হোক না কেন, আমি আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে প্রেরণ করিনি। (সূরা নিসা ঃ ৮০)

১২. আনুগত্য সৎকাজে, অসৎ কাজে নয়

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

অর্থ ঃ সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর। গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করো না। খোদাকে ভয় কর, কেননা আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। (সূরা মায়েদা ঃ ২)

১৩. ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন করা যাবে না

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ـ

অর্থ ঃ মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবে? (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

হাদীসের আলোকে আনুগত্য

*** পছন্দ হোক আর না হোক আনুগত্য করা ফরয**

٦٦٣- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلَّا اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ـ متفق عليه

অর্থ ঃ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন প্রত্যেক মুসলমানের উপর (শাসকের নির্দেশ) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাপাচারের আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর পাপাচারের আদেশ দেয়া হলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার কোনও অবকাশ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

২. যথাসাধ্য আনুগত্য করা ফরয

٦٦٤- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

অর্থ ঃ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আদেশ শ্রবণ-করা ও আনুগত্য করার উপর বাইআত (শপথ) করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন, যথাসাধ্য আনুগত্য ফরয। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. আনুগত্যহীনতার পরিণাম

٦٦٥- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَاِنَّهُ يَمُوْتُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً -

অর্থ ঃ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত সরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার পক্ষে কোন যুক্তি থাকবে না। যে লোক এরূপ অবস্থায় মারা যাবে যে, তার ঘাড়ে আনুগত্যের বন্ধন নেই, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

৪. হাবশী গোলামও যদি আমীর হয় তার আনুগত্য করে যেতে হবে

٦٦٦- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

অর্থ ঃ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর, যদিও আঙ্গুরের মত (ক্ষুদ্র) মাথাবিশিষ্ট কোন হাবশী গোলামকে তোমাদের শাসক নিয়োগ করা হয় (বুখারী)।

৫. সুদিনে-দুর্দিনে, খুশি-বেজার সকল অবস্থায় আনুগত্য ফরয

٦٦٧- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَاَثَرَةٌ عَلَيْكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

www.amarboi.org

অর্থ ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদিনে ও দুর্দিনে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে এবং তোমার অধিকার খর্ব হওয়ার ক্ষেত্রেও (বা তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও) (শাসকের নির্দেশ) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার জন্য অপরিহার্য। (মুসলিম)

৬. বাইআতের আলোকে আনুগত্য অত্যাবশ্যক

٦٦٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَو قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْلَحُ خِبَائَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِىْ جَشْرِهِ اِذْ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَّدُلَّ اُمَّتَهُ عَلٰى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَاِنَّ اُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جَعَلَ عَافِيَتَهَا فِىْ اَوَّلِهَا وَسَيُصِيْبُ اٰخِرَهَا بَلَاءٌ وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا وَتَجِىْءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِىْءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ مُهْلِكَتِىْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِىْءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ هٰذِهِ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَاْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَاْتِ اِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يُّؤْتٰى اِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ اِنِ اسْتَطَاعَ فَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْاٰخَرِ- رواه مسلم .

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলাম। আমাদের কেউ তার তাঁবু ঠিকঠাক করছিলাম, কেউ বা তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করছিল, কেউ তার চতুষ্পাদ জন্তুর দেখাশুনায় ব্যস্ত ছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ডেকে বলেন, নামাযের জন্য জমায়েত হোন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সমবেত হলাম। তিনি বলেন, আমার পূর্বে যে কোন নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী নিজের উম্মাতকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা এবং যা তাঁর দৃষ্টিতে মন্দ বা অন্যায় তা থেকে তাদের সতর্ক করা ছিল তার অপরিহার্য কর্তব্য। আর তোমাদের এ উম্মাতের অবস্থা এই যে, এ উম্মাতের প্রথম দিকে রয়েছে শান্তি ও সুস্থিরতা এবং শেষ দিকে ঘটবে অনেক বিপদ-মুসিবত এবং তোমরা এমন সব বিষয় ও ঘটনাবলির সম্মুখীন হবে যা হবে তোমাদের অপছন্দনীয়। আর এমন সব ফিতনার উদ্ভব হবে যার একাংশ অপর অংশকে করবে দুর্বল (আগেরটির তুলনায় পরেরটি হবে আরো ভয়াবহ)। একেকটি মুসিবত আসবে আর মুমিন বলবে, এটাই বুঝি আমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। তারপর সে বিপদ কেটে যাবে। পুনরায় বিপদ-মুসিবত আসবে। তখন মুমিন বলবে, এটাই হয়তো আমার

www.amarboi.org

ধ্বংসের কারণ হবে। এহেন কঠিন মুহূর্তে যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তার জন্য অপরিহার্য হল আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমানাদার হিসেবে মৃত্যুবরণ করা। আর যেরূপ ব্যবহার সে পেতে আগ্রহী সেরূপ ব্যবহারই যেন লোকদের সাথে করে। কেউ যদি ইমামের নিকট বাইআত করে, তার হাতে হাত রাখে এবং তার নিকট অন্তরের আনুগত্য নিবেদন করে তাহলে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। যদি অপর কোন লোক ইমামের মোকাবিলায় আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তোমরা তার ঘাড় মটকে দিও। (মুসলিম)

৭. প্রাপ্য অধিকার না পেলেও আনুগত্য করতে হবে

٦٦٩- وَعَنْ اَبِىْ هُنَيْدَةَ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ قَالَ سَاَلَ سَلَمَةُ اِبْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا اُمَرَاءُ يَسْاَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَاْمُرُنَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَاَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ - رواه مسلم .

অর্থ ঃ আবু হুনাইদা ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামা ইবনে ইয়াযীদ আল-জুফী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের উপর যদি এরূপ শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হয় যারা তাদের অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি দাবি করবে, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য অধিকারে বাধা দেবে, তখন আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি ? এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সালামা পুনরায় জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের (পাপের) বোঝা তাদের উপর, আর তোমাদের বোঝা তোমাদের উপর। (মুসলিম)

৮. অন্যের হক যথারীতি আদায় করা, নিজের প্রাপ্যের আল্লাহ্‌র নিকট বলা

٦٧٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِىْ اَثَرَةٌ وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَاْمُرُ مَنْ اَدْرَكَ مِنَّا ذٰلِكَ قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْكُمْ وَتَسْاَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَكُمْ - متفق عليه .

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে তোমরা অধিকার হরণ ও বহু অপছন্দনীয় জিনিসের সম্মুখীন হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তার জন্য আপনার নির্দেশ কি ? তিনি বলেন, এরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের নিকট প্রাপ্য দাবি যথারীতি পরিশোধ করবে এবং তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

৯. আমীরের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য পরিপূর্ণ হয়

٦٧١- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

অর্থ ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। অনুরূপ যে আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল এবং যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই অবাধ্যতা করল। (বুখারী ও মুসলিম)

১০. নেতার মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু দেখলে ধৈর্য ধারণ করা উচিত

٦٧٢- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যদি তার নেতার মধ্যে কোন অপ্রীতিকর কিছু লক্ষ্য করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ যে ইসলামী রাষ্ট্রশক্তি থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٧٣- وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَهَانَ السُّلْطَانَ اَهَانَهُ اللّٰهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১১. দায়ীত্বশীলকে সম্মান করা উচিত

অর্থ ঃ আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে লাঞ্ছিত করবে, আল্লাহও তাকে লাঞ্ছিত করবেন। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

১২. আনুগত্যের সীমা ঃ সৎ কাজে আনুগত্য অসৎ কাজে নয়

عَنْ عَلِىٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ - (بخارى ومسلم)

অর্থ ঃ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন, গুনাহ বা নাফরমানীর কাজে আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল মারূপ তথা নেক কাজে। (বোখারী মুসলিম)

www.amarboi.org

১৩. সকল অবস্থায় নেতার আদেশ শুনা ও মান্য করা এবং দায়িত্বশীলের সাথে বিতর্কে না জড়ানো

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ : بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَانُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلَّا اَنْ نَرٰى كُفْرًا بَوَّاحًا عِنْدَنَا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا - لَانَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - (بخارى)

অর্থ ঃ হযরত উবাদা বিন সামিত (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলে কারিম (সাঃ)-এর নিকট এই বাইআত তথা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম,

অবস্থা অসচ্ছল হোক বা সচ্ছল হোক, খুশির সময় হোক কিংবা অসন্তুষ্টিরই সময় হোক, প্রত্যেক অবস্থায় আমরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর এবং যারা নেতা নির্দিষ্ট হন, তাদের সকলের কথা শুনবো ও আনুগত্য করবো। অন্যকে আমাদের অপেক্ষা অগ্রাধিকার দান করা হলেও আমরা আমীরের (নেতার) কথা মেনে-চালবো।

* আমরা তাঁর কাছে এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম ছাহেবে আমর তথা দায়ীত্বশীলদের সাথে বির্তকে জড়াবো না (যারা আমীর হবেন তাদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা ও পদ কেড়ে নিতে চেষ্টা করবো না)।

* কিন্তু যদি আমীর প্রাকশ্যে কুফরি করেন তবে সে ক্ষেত্রটি স্বতন্ত্র। তদক্ষেত্রে তার কথা মান্য না কারার যুক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে বর্তমান।

আর আমরা তাঁর কাছে এই বাইআতও করেছিলাম যে, যেখানেই থাকি না কেন, সত্য কথা বলবো ও ন্যায় কথা বলবো।

আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দাকারীর কোনো নিন্দাকে ভয় করবো না। (বুখারী, মুসলিম থেকে যাদে রাহ, পৃষ্ঠা নং ১৫১-১৫২)

১৪. আনুগত্য হচ্ছে জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম উপায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى - (رواه البخارى)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলে করিম (সা) ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধীতা করলো সে আমাকে অস্বীকার করলো।

(বুখারী শরীফ)

১৫. রাসূল (সা)-এর অসীয়ত ঃ নেতৃত্বের সাথে লেগে থাকো

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : اَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشٰى قَلِيْلًا - ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ اُوْصِيْكَ -

www.amarboi.org

١- يَتَقْوَى اللّٰهِ ٢- وَصِدْقِ الْحَدِيْثِ ٣- وَوَفَاءِ الْعَهْدِ ٤- وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ ٥- وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ ٦- وَرَحْمِ الْيَتِيْمِ ٧- وَحِفْظِ الْجَوَارِ ٨- وَكَظْمِ الْغَيْظِ ٩- وَلِيْنِ الْكَلَامِ ١٠- وَبَذْلِ السَّلَامِ ١١- وَلُزُوْمِ الْاِمَامِ - (رواه البيهقى)

অর্থ ঃ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বর্ণনা করেন। নবী করিম (সা) আমার হাত ধরলেন। কিছু দূর চললেন, তারপর ইরশাদ করলেন–

১. হে মুয়ায! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, উপদেশ দিচ্ছি, ২. আল্লাহ কে ভয় করার। ৩. সত্য কথা বলার। ৪. অঙ্গীকার পালন করার। ৫. আমানত যথাযথভাবে আদায় করার। ৬. খিয়ানত না করার। ৭. এতিমের প্রতি রহম করার। ৮. প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করার। ৯. ক্রোধ দমন করার। ১০. মানুষের সাথে নরম কথা বলার। ১১. এবং মানুষের সাথে সালাম বিনিময় করার।

আর একথারও অসীয়ত করছি, নেতৃত্বের (খলীফার) সাথে লেগে থেকো। (বায়হাকী থেকে যাদে রাহ্)

আনুগত্যের ভিত্তি

আনুগত্যের ভিত্তি হল ঈমান। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ الخ

অর্থাৎ হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর।

সুতরাং আলোচ্য বাণীর মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হল যে, আনুগত্যের ভিত্তি হল ঈমান। অতএব যার ঈমান যত পরিচ্ছন্ন ও নির্ভেজাল তার আনুগত্য তত পরিচ্ছন্ন ও নির্ভেজাল। যার ঈমান যত মজবুত তার আনুগত্যও তত মজবুত। অন্য কথায়, যার আনুগত্য যত পরিচ্ছন্ন ও মজবুত বুঝতে হবে তার ঈমান ততটা সুন্দর ও মজবুত।

আমরা যদি চাই আমাদের ঈমান পরিচ্ছন্ন হোক, নির্ভেজাল হোক, সুদৃঢ় হোক মজবুত হোক, তাহলে আমাদের সুন্দর ও অনুসরণীয় আনুগত্য করতে অভ্যস্ত হওয়া এবং আনুগত্যের পরিবেশ তৈরিতে তৎপর হওয়া উচিত।

কতিপয় অনুসরণীয় আনুগত্যের উদাহরণ

আনুগত্যের ব্যাপারে সর্বাগ্রে হযরত আবু বকর (রা)-এর নাম উল্লেখ করা যায়। যিনি রাসূলে করীম (স)-এর পক্ষ থেকে হিজরতের ইঙ্গিত পেয়ে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে দরজার সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে রাসূলের অপেক্ষার প্রহর গুনেছেন।

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর নির্দেশ পেয়ে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সেনাপতির শিরস্ত্রাণ খুলে নতুন সেনাপতির মাথায় পরিয়ে দিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই দিন আমীরের নির্দেশ মেনে নিতে মুসলিম জাহানের প্রধান সেনানায়ক খালিদ (রা) কোন রিয়্যালিটি (Reality) বা বাস্তবতার কথা বলেননি বা প্রশ্নের অবতারণাও করেননি; বরং দ্বিধাহীন চিত্তে নেতার আনুগত্য করেন।

www.amarboi.org

হযরত আবু জান্দাল (রা) মক্কার মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত অবস্থায় শিকল নিয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবীদের নিকট আশ্রয় চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলে করীম (স) সন্ধি রক্ষার খাতিরে হযরত আবু জান্দাল (রা)-কে আবারও মক্কায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু জান্দাল (রা) ও উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মনের কষ্ট চাপা দিয়ে সে দিন রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন।

আমরা কি সাহাবায়ে কেরামের মত আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের নিকটবর্তী কাতারে শামিল হয়ে আল্লাহর জান্নাতে যেতে চাই? তাহলে আসুন নির্ভেজাল আনুগত্য করতে শিখি।

কাদের বা কিসের আনুগত্য করতে হবে

- আল্লাহ, রাসূল, নেতা।
- সংবিধান, ঐতিহ্য, কর্মনীতি।
- প্রতিনিধি, চিঠি, সার্কুলার, ঘোষণা।
- সাংগঠনিক সিষ্টেম, নিয়ম শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের।

আল্লাহ, রাসূল ও নেতার আনুগত্য ঃ সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহর রাসূল ও নেতার আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সংবিধান ও কর্মনীতি কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী সংগঠন পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী সংগঠনে যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির তা মেনে চলা অপরিহার্য। যেমন রাসূল (স) এর যামানায় মদীনার সনদসহ অন্যান্য নিয়ম-কানুন ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে তা আমরা দেখতে পাই।

ইসলামী ঐতিহ্য ও কর্মনীতি ঃ ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের ভাল কাজগুলো ঐতিহ্যে পরিণত হয়। এই ঐতিহ্য সংবিধানের মর্যাদা রাখে। যেমন– আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে বলেছেন, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

অর্থাৎ তোমরা পরস্পরে কল্যাণকর ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর। (সূরা আলে ইমরান)

প্রতিনিধি ঃ দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি নিঃসন্দেহে দায়িত্বশীলের মত আনুগত্যের দাবি রাখে। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে দায়িত্বশীলের আনুগত্য করে তাকে অবশ্যই তার প্রেরিত প্রতিনিধিরও আনুগত্য করতে হবে। অন্যথায় সে যে দায়িত্বশীলের আনুগত্য করল তা প্রমাণিত হবে না। এটা কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত।

চিঠি, সার্কুলার, ঘোষণা, সংগঠনের সিস্টেম, সিদ্ধান্ত ও নিয়ম-শৃঙ্খলা ঃ সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠি, সার্কুলার এবং যে কোন ঘোষণা ততটুক আনুগত্যের দাবি রাখে যতটুকু দাবি রাখে দায়িত্বশীলের আনুগত্য করার। সংগঠন পরিচালনার System (পদ্ধতি) অনুসারে সংগঠনের যে কোন সিদ্ধান্ত ও নিয়ম শৃঙ্খলার আনুগত্য করা অবশ্যই কর্তব্য।

www.amarboi.org

এ সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী কথা বলেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব নঈম সিদ্দিকী তাঁর 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান' বইয়ের মধ্যে। তিনি বলেন, কর্তৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে আরো বক্তব্য হচ্ছে এই যে ঃ

ক. বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে সমস্ত সার্কুলার ও নির্দেশনামা জারি করা হয় সাধারণত সেগুলোর আনুগত্যের শরীআত নির্ধারিত অপরিহার্যতার অনুভূতি কিছুটা দুর্বল। এই সার্কুলার ও নির্দেশগুলোকে সম্ভবত অফিস-আদালতের মামুলি সার্কুলার মনে করা হয়। অথচ যখনই কোন সার্কুলার জারি করা হয় তার অবস্থা হয় ঠিক 'আমর বিল মারূফ' (সৎকর্মের আদেশ দান) এর সমতুল্য। এ ব্যাপারে 'উলিল আমরের' (কর্তৃত্বশীলদের) আনুগত্যকে অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। সার্কুলারগুলোর প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করা উচিত এবং যে বন্দেগির প্রেরণা নিয়ে শরীআতের সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করা হয় সেই প্রেরণাসহকারে যথাসময়ে সেগুলোকে কার্যকর করার জন্য নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা উচিত।

খ. সভায় উপস্থিতির জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়, কোন ডিউটিতে পৌঁছার জন্য যে সময়-কাল স্থিরীকৃত হয়, অনুরূপভাবে কোন সংবাদ বা রিপোর্ট পৌঁছাবার বা কোন হুকুম তামিল করার জন্য যে পদ্ধতি বা সময় নির্ধারিত হয়, তা যথাযথ মেনে চলার যোগ্যতা এখনো আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি।

লোকেরা এখনো এ দায়িত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে না যে, তাদের প্রত্যেকেই একটি ঘূর্ণায়মান মেশিনের কলকব্জা স্বরূপ। প্রতিটি কলকব্জা যদি নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে বিলম্ব করে অথবা অনিয়ম করে তাহলে সমগ্র মেশিনটাই যথাসময়ে কাজ করতে ব্যর্থ হবে। এ পঙ্গুত্ব নিয়ে আমরা কোন বড় অভিযানে সফল হতে পারবো না। কাজেই আমাদের প্রত্যেককেই সংগঠন নামক মেশিনের কলকব্জার ন্যায় যথানিয়মে কাজ করার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করা উচিত।

গ. কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থার আনুগত্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি যে একটি গোনাহর শামিল উপরের আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু মনে হয়, এ ধরনের ত্রুটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে সহযোগীরা কিছুটা লজ্জিত হয় ঠিকই, তবে এজন্য তাদের মধ্যে সাধারণভাবে যে ধরনের গোনাহর অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া দরকার তা হয় না। দলীয় শৃঙ্খলার আনুগত্যে ত্রুটি করা– মিথ্যা বলা, কাউকে গালি দেওয়া, ওয়াদা ভঙ্গ করা, কারো অধিকার আত্মসাৎ করা, চুরি করা, গীবত করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং এ ধরনের অন্যান্য বড় বড় অপরাধের চাইতে কম পর্যায়ের নয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার, ব্যক্তিগত চরিত্রের নীতিবিরোধী উপরোল্লিখিত কাজগুলো করার সঙ্গে সঙ্গেই মনে খটকা লাগে এবং খোদার নিকট তাওবা ও এস্তেগফার করার প্রেরণা জাগে, অথচ দলীয় চরিত্রনীতি বিধ্বস্ত হবার পর এমন ও অনুতাপের ভাব মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। এমন মনোভাব সৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গেই তাওবা ও এস্তেগফার করে নিজের কার্যাবলি সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে।

www.amarboi.org

দলীয় চরিত্রের মূল্য ব্যক্তিগত চরিত্রের চেয়ে অনেক বেশি। এ জন্যই দলীয় চরিত্রে দুর্বলতার প্রকাশ বৃহত্তর গোনাহ। আমাদের সহযোগীদের এ বিষয়টি অনুভব করা উচিত। আর যদি সংগঠন কর্তৃক অর্পিত কোন দায়িত্ব সম্পাদন করতে, কোন কাজের জন্য সময় বের করতে, কোন নির্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে পৌঁছতে অথবা অন্যদিকে দায়িত্বশীলদের অধিকার আদায় করতে, তাঁদের কল্যাণকর দাবি পূরণ করতে, সঠিক সমালোচনা পদ্ধতি অবলম্বন করতে, পরামর্শ ও তথ্য দান করতে, গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার আদায় করতে বা দায়িত্বশীলদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে এমনি ধরনের প্রত্যেকটি ত্রুটির পর আমাদের মনে চরম লজ্জানুভূতি সৃষ্টি হওয়া উচিত। এমন লজ্জানুভূতি সৃষ্টি হবে যা আমাদেরকে তাওবা এস্তেগফারের দিকে ঝুঁকিয়ে দেবে, রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে আমাদের দীনতার শির নত করে দিবে। এতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃত্বশীল বা সহযোগীদের নিকট ওজর পেশ করা ও ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে অধিকতর কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করবে এবং আমাদের খোদার পথে অর্থ ব্যয় করার প্রেরণা জোগাবে।

আমাদের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি না হলে ইসলাম নির্ধারিত পথে নিজেদের সংগঠনের অগ্রযাত্রা ও শৃঙ্খলার বিকাশ সাধন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ঘ. কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের উপরোল্লিখিত দাবিসমূহ পূরণ করার জন্য নিছক আবেদন বা কতিপয় গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক ধারা যথেষ্ট নয় বরং একমাত্র সহযোগীদের দায়িত্বানুভূতিই এ দাবিগুলোর পূর্ণতার ধারক হতে পারে। যদি প্রত্যেক সহযোগী আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক কায়েম করে মুমিনদেরকে সাক্ষী রেখে আল্লাহর নিকট যে অঙ্গীকার করেছে তা সবসময় মনের মধ্যে জাগরূক রাখে, তাহলে তাদের মাঝে এ দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত থাকতে পারে। এই অনুভূতির তাগিদে প্রত্যেক সহযোগীকে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সংগঠনে শৃঙ্খলা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে একটি আমানত এবং তার সাথীদের ন্যায় তাকেও এর প্রহরায় ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করা হয়েছে। এটি একটি মহামূল্য আমানত। এ আমানতটির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে হাজার হাজার শক্তি কাজ করেছে এবং এর পেছনে বহু চিন্তা-গবেষণা, শ্রম, অর্থ, নিদ্রাহীনতা, প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও ত্যাগ রয়েছে। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি এই শৃঙ্খলায় কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তাহলে তার হস্তক্ষেপ থেকে এ আমানতকে রক্ষা করা প্রত্যেক সহযোগীর প্রাথমিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সম্পাদনে যারাই ত্রুটি করবে তারাই সেই পাহারাদারের ভূমিকা গ্রহণ করবে, যে নিজের কাজে ফাঁকি দেয়।

কাজেই সহযোগীদের উচিত এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং এমন একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করার জন্য অবিশ্রাম প্রচেষ্টা চালানো, যার ফলে শৃঙ্খলার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী কোন ক্ষতিকর বস্তু মাথা উঁচু করতে না পারে। আর কোন অপ্রীতিকর বস্তু মাথা উঁচু করলেও যেখানে মাথা উঁচু করে সেখানেই যেন তাকে ভালোভাবে দাবিয়ে দেওয়া যায়। একমাত্র এ পদ্ধতিতেই কর্তৃত্বশালী ও আনুগত্যকারীরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে কুরআন ও সুন্নাহর দাবি অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারে।

www.amarboi.org

সংগঠনের সিদ্ধান্ত ও নিয়ম-শৃঙ্খলার আনুগত্যের ব্যাপারে একটি সুন্দর দৃষ্টান্তমূলক হাদীস আমরা দেখতে পাই। নিম্নে তা পেশ করা হল ঃ

হযরত কাআব ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে আমাদের তিন জনের সাথে (অর্থাৎ আমার, হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারাহ ইবনে রবীআ-এর সাথে) কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কারণ আমরা অলসতা বশত তাবুক যুদ্ধে যেতে পারিনি। তাই সবাই আমাদের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দেয়। তারা এমনভাবে পাল্টে যায়, যেনো তারা আমাদের চেনেই না। এমনকি মদীনার মাটি আমাদের জন্যে অচেনা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পঞ্চাশ রাত কেটে যায়।

আমার দুই সাথীর (হেলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারাহ ইবনে রবীআর) উপর এই বয়কটের প্রভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে পড়ে। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকে। আর আমি যেহেতু যুবক ছিলাম এবং আমার মন ছিল শক্ত, সেহেতু আমি ঘরের বাইরে আসতাম, মুসলমানদের সাথে নামাযে যোগ দিতাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়া শেষ করে মসজিদে নববীতে বসতেন, তখন আমি তাঁর নিকট যেতাম এবং সালাম করতাম। মনে মনে লক্ষ্য করতাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সালামের জবাব দিলেন কিনা। আবার আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে নফল নামায পড়তাম এবং চুপি চুপি তাঁর দিকে দেখতাম। যখন আমি নামায পড়তে থাকতাম, তখন তিনি আমাকে দেখতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে দেখতাম তিনি তখন মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে যখন মুসলমানদের বিমুখতা খুব বেশি দুঃসহনীয় হয়ে উঠে, তখন আমি একদিন আবু কাতাদার বাগানের পাঁচিল টপকে আবু কাতাদার কাছে যাই। সে ছিল আমার চাচাত ভাই এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি তাকে সালাম দিই, কিন্তু সে জবাব দিল না।

আমি তাকে বলি, হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি যে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহকে ভালবাসি তা কি তুমি জান না? কিন্তু সে যথারীতি নির্বাক হয়ে থাকে। তারপর আমি দ্বিতীয়বার আল্লাহর কসম দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, তবু সে চুপ থাকে। আমি তৃতীয়বার আল্লাহর কসম দিয়ে তাকে একই কথা জিজ্ঞেস করি। তখন সে বলে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অধিক জানেন (তুমি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাস কিনা, তাঁদের কাছ থেকে এর সার্টিফিকেট নাও)। এ কথায় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে পড়ে। আমি দেয়াল টপকে ফিরে চলে আসি। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লিখিত হাদীসখানা দলীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার এক অতি উৎকৃষ্ট নমুনা। যখন আল্লাহর আদেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাআব ইবনে মালিক ও তাঁর উপরোল্লিখিত দুই সাথীকে বর্জনের ঘোষণা দেন এবং সবাইকে তাদের সাথে কথা বলা

www.amarboi.org

থেকে বিরত রাখেন, তখন সমগ্র মদীনা তাদের জন্যে এক অচেনা অজানা স্থানের মত হয়ে যায়। এমনকি কাআবের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং চাচাত ভাই আবু কাতাদা আল্লাহর কসম দেওয়া সত্ত্বেও গোপনে তার সাথে কথা বলেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিয়েছিলেন। সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাফহীমুল কুরআনের সূরা তওবার ১১৯ নং টীকায়।

এ তিন জন সাহাবী ছিলেন কা'ব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ এবং মুরারাহ ইবনে রবীআ। আগেই বলেছি, এরা তিনজন ছিলেন সাচ্চা মুমিন। এর আগে তারা বহুবার নিজেদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। শেষের দু'জন তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তাঁদের ঈমানী সত্যতা সব রকমের সংশয় সন্দেহের উর্ধে ছিল। আর প্রথম জন যদিও বদরী সাহাবী ছিলেন না, কিন্তু বদর ছাড়া প্রতিটি যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁর এসব ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা সত্ত্বেও এমন এক নাজুক সময়ে যখন যুদ্ধ করার শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী প্রত্যেক মুমিনকে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়েছিল তখন তাঁরা যে অলসতা ও গাফলতির পরিচয় দিয়েছিলেন সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হেয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের প্রতি কড়া নির্দেশ জারি করেন– কেউ এদের সাথে সালাম কালাম করতে পারবে না। ৪০ দিন পরে তাদের স্ত্রীদেরকেও তাদের থেকে আলাদা বসবাস করার কঠোর আদেশ দেয়া হলো। আসলে এ আয়াতে তাদের অবস্থার যে ছবি আঁকা হয়েছে মদীনার জনবসতিতে তাদের অবস্থা ঠিক তা-ই হয়ে গিয়েছিল। শেষে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি যখন ৫০ দিনে এসে ঠেকলো তখন ক্ষমার এ ঘোষণা নাযিল হলো।

এ তিন জনের মধ্য থেকে হযরত কা'ব ইবনে মালেক অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। বৃদ্ধ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চলাফেরা করতেন। আবদুল্লাহকে তিনি নিজেই এ ঘটনা এভাবে শুনান –

"তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই মুসলমানদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানাতেন তখনই আমি মনে মনে সংকল্প করে নিতাম যে, যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নেবো। কিন্তু ফিরে এসে আমাকে অলসতায় পেয়ে বসতো এবং আমি বলতাম, এখনই এতো তাড়াহুড়া কিসের, রওয়ানা দেবার সময় যখন আসবে তখন তৈরি হতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে। এভাবে আমার প্রস্তুতি পিছিয়ে যেতে থাকলো। তারপর একদিন সেনাবাহিনীর রওয়ানা দেবার সময় এসে গেল। অথচ তখনো আমি তৈরি ছিলাম না। আমি মনে মনে বললাম, সেনানাহিনী চলে যাক, আমি এক-দু'দিন পরে পথে তাদের সাথে যোগ দেবো। কিন্তু তখনো একই অলসতা আমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ালো। এভাবে সময় পার হয়ে গেলো।

www.amarboi.org

এ সময় যখন আমি মদীনায় থেকে গিয়েছিলাম আমার মন ক্রমেই বিষিয়ে উঠছিল। কারণ আমি দেখছিলাম যাদের সাথে এ শহরে আমি রয়েছি তারা হয় মুনাফিক, নয়তো দুর্বল, বৃদ্ধ ও অক্ষম লোক, যাদেরকে আল্লাহ অব্যহতি দিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে যথারীতি মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন। তারপর তিনি লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বসলেন। মুনাফিকরা এ মজলিসে এসে লম্বা লম্বা কসম খেয়ে তাদের ওযর পেশ করতে লাগলো। এদের সংখ্যা ছিল ৮০-এর চাইতেও বেশি।। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের প্রত্যেকের বানোয়াট ও সাজানো কথা শুনলেন। তাদের লোক দেখানো ওযর মেনে নিলেন এবং তাদের অন্তরের ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন। তারপর আমার পালা এলো। আমি সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, আসুন! আপনাকে কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! যদি আমি কোন দুনিয়াদারের সামনে হাযির হতাম তাহলে অবশ্যই কোন না কোন কথা বানিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম। কথা বানিয়ে বলার কৌশল আমিও জানি; কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এখন কোন মিথ্যা ওযর পেশ করে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করেও নেই তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে আমার প্রতি আবার নারাজ করে দেবেন। তবে যদি আমি সত্য বলি তাহলে আপনি নারাজ হয়ে গেলেও আমি আশা রাখি আল্লাহ আমার জন্য ক্ষমার কোন পথ তৈরি করে দেবেন। আসলে পেশ করার মতো কোন ওযরই আমার নেই। যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।" একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, চলে যাও এবং আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।" আমি উঠে নিজের গোত্রের লোকদের মধ্যে গিয়ে বসলাম। এখানে সবাই আমার পিছনে লাগলো। তারা আমাকে এ বলে তিরস্কার করতে লাগলো যে, তুমিও কোন মিথ্যা ওযর পেশ করলে না কেন ? এসব কথা শুনে আবার রসূলের কাছে গিয়ে কিছু বানোয়াট ওযর পেশ করার জন্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। কিন্তু যখন আমি শুনলাম আরো দু'জন সৎলোক (মুরারাহ ইবনে রবীআ ও হেলাল ইবনে উমাইয়াহ) আমার মতো একই সত্য কথা বলেছেন তখন আমি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করলাম এবং আমার সত্য কথার ওপর অটল থাকলাম।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ হুকুম জারি করলেন, আমাদের তিন জনের সাথে কেউ কথা বলতে পারবে না। অন্য দু'জন তো ঘরের মধ্যে বসে রইলো কিন্তু আমি বাইরে বের হতাম, জামাআতে নামায পড়তাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। মনে হতো, এ দেশটি একদম বদলে গেছে। আমি যেন এখানে একজন অপরিচিত, আগন্তুক। এ জনপদের কেউ আমাকে জানে না, চেনে না। মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে যথারীতি নবী সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করতাম। আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠছে কিনা তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শুধু অপেক্ষা করাই সার হতো। তাঁর নজর আমার ওপর কিভাবে পড়ছে তা দেখার জন্য আমি আড়চোখে তাঁর প্রতি তাকাতাম। কিন্তু অবস্থা ছিল এই যে, যতক্ষণ আমি নামায পড়তাম ততক্ষণ তিনি আমাকে দেখতে থাকতেন এবং যেই আমি নামায শেষ করতাম অমনি আমার ওপর থেকে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতেন। একদিন ঘাবড়ে গিয়ে আমার চাচাত ভাই ও ছেলে বেলার বন্ধু আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তার বাগানের পাঁচিলের ওপর উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর সেই বান্দাটি আমার সালামের জবাবও দিলো না। আমি বললাম, "হে আবু কাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি না?" সে নীরব রইলো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে নীরব রইলো। তৃতীয়বার যখন আমি কসম দিয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম তখন সে শুধুমাত্র এতটুকু বললো, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।" এ কথায় আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি পাঁচিল থেকে নেমে এলাম। এ সময় আমি একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার নাবতী বংশীয় এক লোকের সাথে দেখা হলো। সে রেশমি বস্ত্রে মোড়ানো গাসসান রাজার একটি পত্র আমার হাতে দিল। আমি পত্রটা খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিল, "আমরা শুনেছি, তোমার নেতা তোমার ওপর উৎপীড়ন করছে। তুমি কোন নগণ্য ব্যক্তি নও। তোমাকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে মর্যাদা দান করবো।" আমি বললাম, এ দেখি আর এক আপদ! তখনই চিঠিটাকে চুলোর আগুনে ফেলে দিলাম।

চল্লিশটা দিন এভাবে কেটে যাবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তাঁর দূত এই হুকুম নিয়ে এলেন যে, নিজের স্ত্রী থেকেও আলাদা হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কি তালাক দিয়ে দেবো? জবাব এলো, না, তালাক নয়, শুধু আলাদা থাকো। কাজেই আমি স্ত্রীকে বলে দিলাম, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো। এভাবে ঊনপঞ্চাশ দিন পার হয়ে পঞ্চাশ দিন পড়লো। সেদিন সকালে নামাযের পরে আমি নিজের ঘরের ছাদের ওপর বসে ছিলাম। নিজের জীবনের প্রতি আমার ধিক্কার জাগছিল হঠাৎ এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বললো, "কা'ব ইবনে মালিককে অভিনন্দন।" একথা শুনেই আমি সিজদায় নত হয়ে গেলাম। আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমার ক্ষমার ঘোষণা জারি হয়েছে। এরপর লোকেরা দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। তারা প্রত্যেকে পাল্লা দিয়ে আমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমার তাওবা কবুল হয়েছে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি সালাম দিলাম। তিনি বললেন, "তোমাকে মোবারকবাদ! আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে? বললেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে" এবং এ সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আয়াত শুনিয়ে দিলেন। আমি বললাম "হে আল্লাহর

www.amarboi.org

রসূল! আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে সদকা করে দিতে চাই। এটাও আমার তাওবার অংশ বিশেষ।" বললেন "কিছু রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য ভাল।" এ বক্তব্য অনুযায়ী আমি নিজের খয়বারের সম্পত্তির অংশটুকু রেখে দিলাম। বাদবাকি সব সদকা করে দিলাম। তারপর আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করলাম, যে সত্যকথা বলার কারণে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তার ওপর আমি সারা জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আজ পর্যন্ত আমি জেনে বুঝে যথার্থ সত্য ও প্রকৃত ঘটনাবিরোধী কোন কথা বলিনি এবং আশা করি আল্লাহ আগামীতেও তা থেকে আমাকে বাঁচাবেন।"

এ ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। প্রত্যেক মুমিনের মনে তা বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া উচিত।

এ থেকে প্রথম যে শিক্ষাটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে কুফর ও ইসলামের সংঘাতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক। এ সংঘাতে কুফরের সাথে সহযোগিতা করা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্যে নয়, সৎ উদ্দেশ্যে এবং সারা জীবনও নয়; বরং কোন এক সময় ভুল করে বসে, তারও সারা জীবনের ইবাদাত-বন্দেগী ও দীনদারী ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এমনকি এমন উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকও পাকড়াও হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না, যে বদর, ওহুদ, আহযাব ও হুনায়নের ভয়াবহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছিল। এবং যার ঈমান ও আন্তরিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র খাদ ছিলো না।

দ্বিতীয় শিক্ষাটিও এর চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটি হচ্ছে, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গড়িমসি করা কোন মামুলি ব্যাপার নয়। বরং অনেক সময় শুধুমাত্র গড়িমসি করতে করতে মানুষ এমন কোন ভুল করে বসে যা বড় বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। তখন একথা বলে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে, সে অসৎ উদ্দেশ্যে এ কাজটি করেনি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল। এ ঘটনা খুবই চমৎকারভাবে তার প্রাণসত্তা উন্মোচন করে দেয়। একদিকে রয়েছে মুনাফিকের দল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সবার কাছে সুস্পষ্ট ছিল। এরপরও তাদের বাহ্যিক ওযরসমূহ শোনা হয় এবং সেগুলোর সত্যাসত্য এড়িয়ে যাওয়া হয়। কারণ তাদের কাছ থেকে তো আন্তরিকতার আশাই করা হয়নি কোন দিন। কাজেই এখন আন্তরিকতার অভাব নিয়ে অভিযোগ তোলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে রয়েছেন একজন পরীক্ষিত মুমিন। তার উৎসর্গিতপ্রাণ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কারো মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশই নেই। তিনি মিথ্যাও বলেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের ভুল স্বীকার করে নেন। কিন্তু তার ওপর ক্রোধ বর্ষিত হয়। এ ক্রোধের কারণ এ নয় যে, তার মুমিন হবার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে; বরং এর কারণ হচ্ছে, মুমিন হওয়া সত্ত্বেও সে মুনাফিকসুলভ কাজ করলো কেন? আসলে এভাবে তাকে একথাই বলা হচ্ছে যে, তোমরাই পৃথিবীর সারবস্তু। তোমাদের থেকে যদি মৃত্তিকা উর্বরতা লাভ করতে না পারে তাহলে উর্বরতা কোথা থেকে আসবে? তারপর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ পুরো ঘটনায় নেতা যেভাবে শাস্তি দিচ্ছেন এবং ভক্ত যেভাবে তা মাথা পেতে নিচ্ছেন আর এ সাথে

www.amarboi.org

সমগ্র দলটি যেভবে এ শাস্তি কার্যকর করছে তার প্রত্যেকটি দিকই তুলনাবিহীন। এ ক্ষেত্রে কে বেশি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তা স্থির করাই কঠিন। নেতা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানে ক্রোধ বা ঘৃণার লেশমাত্র নেই। বরং গভরি স্নেহ ও প্রীতি সহকারে তিনি শাস্তি দিচ্ছেন। ক্রুদ্ধ পিতার ন্যায় তার দৃষ্টি একদিকে অনল বর্ষণ করে চলেছে ঠিকই কিন্তু অন্য দিকে আবার তাকে প্রতি মুহূর্তে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, তোমার সাথে কোন শত্রুতা নেই; বরং তোমার ভুলের কারণে আমার অন্তরটা ব্যথায় টনটন করছে। তুমি নিজের ভুল শুধরে নিলে তোমাকে এ বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য আমি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছি। ভক্ত শাস্তির তীব্রতায় অস্থির হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার পদযুগল আনুগত্যের রাজপথ থেকে এক চুল পরিমাণও টলছে না। সে আত্মম্ভরিতা ও জাহেলী দাম্ভিকতারও শিকার হচ্ছে না এবং প্রকাশ্যে অহংকার করে বেড়ানো তো দূরের কথা, এমনকি নিজের প্রিয় নেতার বিরুদ্ধে মনের গভীরে সামান্যতম অভিযোগও সৃষ্টি হতে দিচ্ছে না। বরং নেতার প্রতি ভালবাসায় তার মন আরো ভরে উঠেছে। শাস্তির পুরো পঞ্চাশ দিন তার দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি অধীর হয়ে যে জিনিসটি খুঁজে বেড়িয়েছে, সেটি হচ্ছে, নেতার চোখে তার প্রতি আগের সেই মমত্বপূর্ণ দৃষ্টি বহাল আছে কিনা, যা তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ আশ্রয়স্থল। সে যেন একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক। আকাশের এক কিনারে যে ছোট্ট এক টুকরো মেঘ দেখা যাচ্ছে সেটিই তার সমস্ত আশার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। তারপর দলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, তার অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা ও নৈতিক প্রাণস্পন্দন মানুষকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে দেয়। সেখানে এমন অটুট শৃঙ্খলা বিরাজিত যে, নেতার মুখ থেকে বয়কটের নির্দেশ উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই অপরাধীর ওপর থেকে দলের সমস্ত লোক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ্যে তো দূরের কথা গোপনেও কোন নিকটতম আত্মীয় এবং সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুও তার সাথে কথা বলছে না। স্ত্রীও তার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর দোহাই দিয়ে সে জিজ্ঞেস করছে, আমার আন্তরিকতায় কি তোমাদের কোন সন্দেহ, "আমাদের কাছ থেকে নয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে নিজের আন্তরিকতার সনদ নাও।" অন্যদিকে দলের নৈতিক প্রাণসত্তা এত বেশি উন্নত ও পবিত্র যে, এক ব্যক্তির উঁচু মাথা নিচু হবার সাথে সাথেই নিন্দুকদের কোন দল তার নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে না। বরং শাস্তির এ পুরো সময়টায় দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এ সাজাপ্রাপ্ত ভাইয়ের বিপদে মর্মবেদনা অনুভব করে এবং পুনরায় তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল থাকে। ক্ষমার কথা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা অতি দ্রুত তার কাছে পৌঁছে তার সাথে সাক্ষাৎ করার ও তাকে সুসংবাদ দেবার জন্য দৌড়াতে থাকে। কুরআন যে ধরনের সত্যনিষ্ঠ দল দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এটি হচ্ছে তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত আয়াত বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সাহাবীগণ আল্লাহর দরবার থেকে যে ক্ষমা লাভ করেছিলেন এবং সেই ক্ষমার কথা বর্ণনা করার ভাষার মধ্যে যে স্নেহ ও করুণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছে তাদের আন্তরিকতা। পঞ্চাশ দিনের কঠোর শাস্তি ভোগকালে তারা এ আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ভুল করার পর যদি তারা অহংকার করতেন, নিজেদের নেতার অসন্তোষের

www.amarboi.org

জবাবে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতেন, শাস্তিলাভের ফলে এমনই বিক্ষুব্ধ হতেন যেমন স্বার্থবাদী লোকদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সামাজিক বয়কটকালে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে রাজি। কিন্তু নিজের আত্মাভিমানকে আহত করতে রাজি নই–এ নীতি অবলম্বন করতেন এবং যদি এ সমগ্র শাস্তিকালে দলের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াতেন এবং অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ লোকদের খুঁজে বের করে এক সাথে মিলিয়ে জোটবদ্ধ করতেন, তাহলে তাদের ক্ষমা করা তো দূরের কথা বরং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, দল থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেওয়া হতো এবং এ শাস্তির মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের যোগ্য শাস্তিই তাদের দেওয়া হতো। তাদেরকে বলা হতো, যাও তোমরা নিজেদের অহম পূজায় লিপ্ত থাকো। সত্যের কালিমা বুলন্দ করার সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য তোমাদের আর কখনো হবে না।

কিন্তু এ কঠিন পরীক্ষায় ঐ তিনজন সাহাবী এ পথ অবলম্বন করেননি, যদিও এ পথটি তাদের জন্য খোলা ছিল। তারা বরঞ্চ আমাদের আলোচিত পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ পথ অবলম্বন করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর আনুগত্যের নীতি তাদের হৃদয় থেকে পূজা ও বন্দনা করার মতো সকল মূর্তি অপসারিত করেছে। নিজেদের সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনা করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছে। নিজেদের ফিরে যাবার নৌকাগুলোকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইসলামী জামায়াতে প্রবেশ করেছিলেন যে, পেছনে ফিরে যেতে চাইলেও আর ফেরার কোন জায়গা ছিল না। এখানেই মার খাবেন এবং এখানেই মরবেন। অন্য কোথাও কোন বৃহত্তম সম্মান ও মর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা পেলেও এখানকার লাঞ্ছনা ত্যাগ করে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবেন না। এরপর তাদেরকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে না ধরে আর কী করা যেতো? এ কারণেই আল্লাহ তাদের ক্ষমার কথা বলেছেন অত্যন্ত স্নেহমাখা ভাষায়। তিনি বলেছেন, "আমি তাদের দিকে ফিরলাম যাতে তারা আমার দিকে ফিরে আসে।" এ কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে এমন একটি অবস্থার ছবি আঁকা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, প্রভু আগে ঐ বান্দাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তারা পালিয়ে না গিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর দোরগোড়ায় বসে পড়লো তখন তাদের বিশ্বস্ততার চিত্র দেখে প্রভু নিজে আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রেমের আবেগে অধীর হয়ে তাকে দরজা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজেই বের হয়ে এলেন।

আনুগত্য করার পূর্বশর্ত

১. কুরআন হাদীসে আনুগত্য করার পূর্বে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا ـ

www.amarboi.org

অর্থাৎ ঈমানদার লোকদেরকে যখন তাদেরকে পারস্পরে দ্বান্দ্বিক বিষয়ে বিচার-ফয়সালার জন্যে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয়, তখন (খুশি মনেই) তারা বলে, হাঁ আমরা (আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ) শুনলাম। (সূরা নূর ঃ ৫১)

২. দায়িত্বশীলদের প্রতি আস্থা রাখা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের সাথে আনুগত্য করা।

৩. ভালবাসা, দরদ ও আন্তরিকতা পোষণ করা।

৪. কল্যাণ কামনা করা। রাসূলে করীম (স) বলেন, দীন হল কল্যাণ কামনা করা।

৫. আনুগত্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

৬. স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্য করার মন তৈরি করা।

৭. কৃত্রিমতা ও আনুষ্ঠনিকতা পরিহার করা।

দায়িত্বশীলদের সামনে, সংগঠনের অনুষ্ঠানে খুব আনুগত্যশীল বলে পরিচয় না দিয়ে বরং সকল অবস্থায় কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য করা জরুরি।

আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা

ক. সুযোগ পেলে আনুগত্য করে অন্যথায় ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে, যা সচরাচর আমরা দেখতে পাই।

খ. বিপদে পড়ে বা দায়ে পড়ে আনুগত্য করা। অনেক মানুষকে এমন দেখা যায় যে, ব্যক্তির আদেশের আনুগত্য করার কোন ইচ্ছা তার নেই। তবে পরিস্থিতির কারণে বিপদে পড়ে মনের বিরুদ্ধে আনুগত্য করে যাচ্ছে।

গ. আবেগতাড়িত আনুগত্য। অনেকে আবার আবেগের বশবর্তী হয়ে হঠাৎ করে নেতার নির্দেশে জীবন দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু আবেগ বিদায় নিলে আনুগত্যও বিদায় নেয়।

আনুগত্যের ক্ষেত্রে মুমিনের অবস্থা

একজন মুমিন নিরেট আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই নেতার নির্দেশ মেনে চলবেন; বিপদে পড়ে বা আবেগতাড়িত হয়ে নয়, বরং বুঝে শুনে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে আনুগত্য করবেন। আনুগত্য করার ক্ষেত্রে মুমিনের কি অবস্থা হওয়া দরকার তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক. নির্ভেজাল আনুগত্য করবে। মনে রাখতে হবে, নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আর দায়িত্বশীলের আনুগত্য নির্ভেজালভাবে করতে হবে। কারণ নেতার আনুগত্য করার মাধ্যমে রাসূল (স) ও আল্লাহর আনুগত্য করা হয়। (আল হাদীস)

খ. আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য করতে হবে।

গ. আমাদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে আনুগত্য করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ঘ. দুঃসময় ও সুসময় উভয় অবস্থাতেই আনুগত্য করতে হবে। এই মর্মে হাদীসে এসেছে ঃ

www.amarboi.org

عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ -

অর্থাৎ সহজ অবস্থায় ও কঠিন অবস্থায় এবং সন্তুষ্টচিত্তে ও অসন্তুষ্টচিত্তে সর্বাবস্থায় আনুগত্য করতে হবে। (সহীহ মুসলিম)

৬. ওযর আপত্তি পেশ করে দায়িত্বশীলকে বেকায়দায় ফেলা যাবে না। তবে দায়িত্বশীলকে নিজের সমস্যা জানাতে কোন দোষ নেই। এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও কর্মীর করণীয় নিম্নরূপ ঃ

১. কর্মীর দায়িত্ব হল নিজের সমস্যার চাইতে সংগঠনকে গুরুত্ব দেওয়া।

২. আর নেতার দায়িত্ব হচ্ছে কর্মীর সমস্যাকে প্রাধান্য দেওয়া।

নিম্নে বর্ণিত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আয়াতসমূহের দিকে তাকালে তা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

١. لَايَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকতে তোমার অনুমতি চায় না। আল্লাহ খোদাভীরু লোকদের সম্পর্কে অবগত আছেন। (সূরা তাওবা–৪৪)

٢. مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হুকুম ছাড়া কোন বিপদাপদ পতিত হয় না। আর যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেন। বাস্তবে আল্লাহ সর্ববিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

٣. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ মুমিন তো প্রকৃতপক্ষে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর যখন তারা কোন সামষ্টিক কাজ উপলক্ষে রাসূলের সাথে থাকে, তখন অনুমতি না নিয়ে কোথাও যায় না। হে রাসূল (স)! এভাবে যারা আপনার কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারা আল্লাহ ও রাসূল (স) কে মান্য করে চলে। অতএব তারা যখন কোন ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করবে, তখন তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিতে পারেন। আর এরূপ লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা নূর ঃ ৬২)

www.amarboi.org

আনুগত্যের সীমা

আনুগত্যের মূল হকদার হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। দ্বিতীয় হকদার হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল (স)। আর তৃতীয় অধিকারী হচ্ছেন সংগঠনের আমীর।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হবে নিঃশর্ত। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ কি তা জানার পর বিনা দ্বিধায় তা পালন করাই মুমিনের কর্তব্য। আমীরের নির্দেশ যদি আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে তা পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে নিজের খেয়াল খুশি ও চিন্তা-চেতনার কাছে হার মেনে এবং অন্য চালাক লোকের খপ্পরে পড়ে আমীরের আনুগত্য পরিহার করার মত আত্মঘাতীমূলক কাজ করা মোটেই শোভনীয় নয়। কারণ রাসূলে করীম (স) স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আমীরের আনুগত্যের মাধ্যমে আমার আনুগত্য করা হয়। আর আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহরই আনুগত্য করা হয়। (সহীহ বুখারী)

সুতরাং আনুগত্য করা না করাটা কোন সখের বিষয় নয়। ইচ্ছা হলে মানলাম অন্যথায় পরিহার করলাম— বিষয়টি এমন নয়। বরং আমীর গোনাহের নির্দেশ না দিলে সকল অবস্থায় তার আনুগত্য করে যাওয়া কর্তব্য। রাসূল (স) বলেন, সহজ অবস্থায় ও কঠিন অবস্থায় এবং সন্তুষ্টচিত্তে ও অসন্তুষ্টিতে তথা তোমার অধিকার নস্যাৎ হওয়ার ক্ষেত্রেও শ্রবণ ও আনুগত্য করা তোমার কর্তব্য। (সহীহ মুসলিম)

উল্লিখিত হাদীসে বিশ্বনবী (স) আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে কতটা স্পষ্ট কথা বলে দিলেন তা লক্ষণীয়। তারপরও কি আমীরের আনুগত্যের হক আদায় করার ব্যাপারে কোন চালাকির আশ্রয় নেওয়ার অবকাশ থাকে?

আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা উল্লেখ করা হল।

১. সৎ কাজে আনুগত্য, অসৎ কাজে নয় ঃ আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থাৎ খোদাভীতি ও নেকীর কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা কর। গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করো না। (মায়েদা ঃ ২)

اَلطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ বলেন, হলো আনুগত্য কেবল মারূফ তথা সৎ কাজে। (বুখারী)

২. সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে আনুগত্য না করা ঃ রাসূল (স) বলেন,

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

অর্থাৎ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। (বুখারী)

www.amarboi.org

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص لَاطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ ـ

অর্থাৎ হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, গোনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে। (বুখারী, মুসলিম)

গোনাহের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা ও পালন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। বুখারী শরীফে এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি হল ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ـ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, মুসলমানদের উপর নেতার আদেশ শোনা ও মানা অপরিহার্য কর্তব্য, চাই আদেশ তার পছন্দনীয় হোক, আর অপছন্দনীয় হোক,যতক্ষণ না নেতা আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ বিদেনা। কিন্তু হ্যাঁ যদি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোন কাজের নির্দেশ হয় তবে সেই নির্দেশ শোনা ও মানার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

গ. ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন হবে না ঃ আমরা কোন ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্য করি না; আনুগত্য করি আমীর বা নেতার। সুতরাং আমীর যেই হোক না কেন আমরা তার আনুগত্য করে যাব, যদিও তিনি নাক কাটা হাবশী গোলামও হয়। সুতরাং কোন দায়িত্বশীলের পরিবর্তনে, পদস্খলনে, নিষ্ক্রিয়তায়, সমালোচনায় আমরা যেন আনুগত্য করা থেকে বিরত না থাকি সে দিকে নজর দিতে হবে।

আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ـ

অর্থাৎ আর মুহাম্মদ (স) একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা শহীদ হন তবে কি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিবে? (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪৪)

আনুগত্যের ক্ষেত্রে বর্জনীয়

যে সব কাজ আনুগত্যের পরিবেশকে বিঘ্নিত করে এবং ব্যক্তিকে সঠিকভাবে আনুগত্য করা থেকে বিরত (মাহরূম) রাখে, একজন সচেতন মুমিনকে অবশ্যই সেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এ কাজগুলো প্রথমে আনুগত্য করা থেকে কাউকে বিরত রাখে না বটে, কিন্তু সুন্দর আন্তরিক আনুগত্য করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এক পর্যায়ে এসে আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মত জঘন্য পরিবেশ তৈরি করে। আনুগত্যের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো অবশ্যই বর্জনীয় তা নিম্নরূপ।

www.amarboi.org

ক. খিটখিটে মেজাজ পরিত্যাগ করতে হবে ঃ আমীর বা দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এসে গেলে তা মনঃপূত না হলে বা কষ্টদায়ক অনুভূত হলে অথবা নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে হলে তখন কারো কারো মেজাজ এতটা অস্বাভাবিক হয়ে যায়, যেমনটি পরিলক্ষিত হয় ফুটন্ত তেলে পানির ফোঁটা পড়লে। আবার কারো কারো মেজাজে এর বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে না বটে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে ব্যাঙের মত ফুলতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে সংগঠনের বিভিন্ন কাজে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। আল্লাহর জান্নাত প্রত্যাশী একজন মুমিনকে অবশ্যই ঐ অবস্থায় পড়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।

একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। রাসূল (স) বললেন, রাগ করো না। কথাটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। (বুখারী)

এছাড়া সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে, সেই প্রকৃত বীর বাহাদুর যে রাগের সময় সংযম অবলম্বন করতে পারে।

খ. তর্ক-বিতর্ক পরিহার করতে হবে ঃ তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাটি কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে না। তর্ক-বিতর্ক অনেক সময় মানুষের মেজাজের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে এবং বিবেক অনুযায়ী চলতে বাধাগ্রস্ত করে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও বলতে হয় যে, আজকাল ইসলামী সংগঠনের অভ্যন্তরে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আমীরের সাথে বা দায়িত্বশীলদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা বা তর্কে জড়িয়ে পড়াকে সাহসিকতার কাজ মনে করা হয়। অথচ রাসূলে করীম (স) এটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

রাসূল (স) বলেন, وَعَلَى اَنْ لَانُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ অর্থাৎ যারা নির্দেশ দেওয়ার অধিকার রাখে (সাহেবে আমর) তাদের সাথে বিতর্কে জড়াবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

মনে রাখতে হবে দায়িত্বশীলদের সাথে তর্ক করা জায়েয নয়।

গ. সংবাদদাতার কাছে রাগ প্রকাশ করা যাবে না ঃ অনেক সময় দেখা যায়, সাংগঠনিক কোন কারণে দায়িত্বশীল কোন ভাইয়ের নিকট এই মর্মে খবর দেওয়া হল যে, অমুক কাজটি তাড়াতাড়ি করতে হবে বা অমুক জায়গায় যেতে হবে। বাহকের সংবাদটি পাওয়ার পর কেউ কেউ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, আবার কেউ রাগ প্রকাশ করে বলেন, উনার (দায়িত্বশীলের) তো অভ্যাস হল যখন তখন কাউকে ডেকে বসা, কাজের নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি। আমরা ব্যস্ত মানুষ, যখন তখন যে কোন কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, দায়িত্বশীলদেরকে এগুলো বুঝা উচিত। অনেকে আবার রাগ ঠাণ্ডা হলে দায়িত্বশীলের সেই নির্দেশ পালন করতে যান এই চিন্তা করে যে, যা হোক দায়িত্বশীল যখন বলেছে, তখন কষ্ট হলেও করি।

সম্মানিত ভাইয়েরা! আমরা যারা জান ও মালকে বাজি রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সকল কিছুর উপর দীন কায়েমের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছি, তাদের দ্বারা এ জাতীয় আচরণ শোভা পায় কি? যদি শোভা না পায় তাহলে আসুন আমরা সবাই এ জাতীয় আচরণ থেকে নিজেদের রক্ষা করি।

www.amarboi.org

কিসে আনুগত্য নষ্ট করে?

আনুগত্যের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ মানা থেকে যে সমস্ত বিষয় বাধা দেয় এখন আমরা সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

১. আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া ঃ যারা দুনিয়াকে আখেরাতের তুলনায় অগ্রাধিকার দিয়েছে তাদের দ্বারা নিরঙ্কুশ, নির্ভেজাল, আন্তরিকতাপূর্ণ আনুগত্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আসলে যারা মুমিন তারা তাদের সকল চাওয়া-পাওয়া, মতামত, চিন্তা-চেতনাকে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার জান্নাতের বিনিময়ে কুরবানী করে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। (সূরা তওবা ঃ ১১১)

পরিপূর্ণ আনুগত্যের হক আদায় করতে গেলে দুনিয়াদারির ক্ষতি সাধিত হবেই। যারা এই ক্ষতিকে মেনে নিতে পারবে তারাই নির্ভেজাল আনুগত্যসহকারে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلْيُقَاتِلْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ সে সব ব্যক্তিদের আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করতে হবে যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। (সূরা নিসা ঃ ৭৪)

অনেক সময় দেখা যায় বাংলাদেশসহ ইউরোপ-আমেরিকায় সুদী লেনদেনের ভিত্তিতে নিজেদের অর্থনৈতিক ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে ইসলামী সংগঠন থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। বিশেষ করে আমেরিকায় সুদী লেন-দেনের ভিত্তিতে বাসা-বাড়ি ক্রয় করার জন্য কেউ কেউ সংগঠনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। বাড়ি কেনা শেষ করে কেউ আবার সংগঠনে সক্রিয় হতে চান, কেউবা নিষ্ক্রিয় থেকেই যান। এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা আমাদের সামনে বিদ্যমান।

এ প্রসঙ্গে কালামে পাকের ঘোষণা,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

অর্থাৎ বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখেরাতের জীবন উত্তম ও চিরস্থায়ী। (সূরা আ'লা ঃ ১৬)

দুনিয়ার জীবনের তুলনায় আখেরাতের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। এ মর্মে সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছে,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ - فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ -

www.amarboi.org

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হয়েছে? যখন তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে বের হওয়ার জন্য বলা হয়, তখন তোমরা জমিনকে আঁকড়িয়ে ধর। তোমরা পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবন পেয়েই সন্তুষ্ট হয়েছ কি? অথচ আখেরাতের বিবেচনায় দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। (সূরা তওবা ঃ ৩৮)

২. আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা ঃ অনেক সময় দেখা যায়, কর্মীদের আনুগত্যের গুরুত্ব, সীমা ও পরিধি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় কর্মীবাহিনী যথাযথ আনুগত্য করতে পারে না। এজন্যে আনুগত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রত্যেক কর্মী ও দায়িত্বশীলের একান্ত কর্তব্য।

৩. গর্ব-অহঙ্কার মুক্ত থাকা ঃ অহঙ্কারী ব্যক্তি কখনো কারো আনুগত্য করতে পারে না। বিনয়-নম্রতা নবীগণের চরিত্র। বিনয় ও নম্রতা সফলতা এনে দেয়। শয়তান অহঙ্কার করেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিল। কুরআনের ভাষায়, সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল। (সূরা বাকারা ঃ ৩৪)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, - إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক স্বঘোষিত অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না।

(সূরা লুকমান ঃ ১৮)

সুতরাং কেউ নিজেকে বড় মনে করে, যোগ্য মনে করে, আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মানে শয়তানের সাথে আত্মীয়তা করার শামিল। কারণ গর্ব অহঙ্কার মূলত ইবলিসি চরিত্র।

এছাড়া গর্ব ও অহঙ্কার করা একমাত্র আল্লাহর জন্যই সাজে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন, গর্ব-অহঙ্কার আমার গায়ের চাদর। সুতরাং তোমরা আমার চাদর নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবে না।

অতএব অহঙ্কারীদের বাসস্থান বা ঠিকানা হল জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন–

فَادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ -

অর্থাৎ এখন যাও, জাহান্নামের দ্বারসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর। সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান করতে হবে। বস্তুত এটা হচ্ছে অহঙ্কারীদের নিকৃষ্ট বাসস্থান।

(সূরা নাহল ঃ ২৯)

৪. হিংসা-বিদ্বেষ ঃ হিংসা-বিদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা এক জঘন্য ব্যাধি। এ ব্যাধিটা যদি মানুষের মনে একবার ঠাঁই পায় তাহলে আন্তরিক সম্পর্কই শুধু ছিন্ন হয় না, লোকদের ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়ে। হিংসার মূলে থাকে কখনো বিদ্বেষ ও শত্রুতা, কখনো ব্যক্তিগত অহমিকা, আবার কখনো অপরের সম্পর্কে হীনম্মন্যতা বোধ। কখনো অন্যকে অনুগত বানানোর প্রেরণা, কখনো কোন সম্মিলিত কাজে নিজের ব্যর্থতা ও অপরের সাফল্য লাভ, আবার কখনো শুধু মান-ইজ্জত লাভের আকাঙ্ক্ষাই এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন ব্যক্তি হিংসা নামক এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলে সে আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

www.amarboi.org

নবী করীম (স) এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আগুন যেমনিভাবে লাকড়িকে খেয়ে ফেলে, হিংসা তেমনিভাবে নেকী ও পুণ্য খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ)

আল্লাহ পাক এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচাবার দোয়া শিখিয়েছেন এভাবে ঃ

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ হিংসুকের হিংসাত্মক আচরণ ও মনোভাব থেকে আমাদেরকে হেফাজত কর। (সূরা ফালাক্)

৫. সিনিয়রিটি জুনিয়রিটি মনোভাব ঃ এ মনোভাবটি শয়তানের আরেক চক্রান্তের নাম, হামলার নাম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ কারো সিনিয়র হলে, ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠনে যোগদানের দিক থেকে সিনিয়র হলে, ডিগ্রি নেওয়ার দিক থেকে সিনিয়র হলে, বয়সের দিক থেকে সিনিয়র হলে, দায়িত্ব পালনের দিক থেকে এককালে সিনিয়র থাকলে, কোন জায়গায়, প্রতিষ্ঠানে বা দেশে অবস্থানের দিক থেকে সিনিয়র হলে, অপেক্ষাকৃত জুনিয়র ব্যক্তিটি দায়িত্বশীল হলে সিনিয়র ব্যক্তিদের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এ সমস্যা সৃষ্টির খলনায়ক হল শয়তান। আমরা কি শয়তানের প্ররোচনায় আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব?

রাসূলে করীম (স) ১৭/১৮ বছরের যুবক উসামা (রা)-কে এক যুদ্ধের সেনাপতি বানিয়ে হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা)সহ বড় বড় সাহাবীকে তাঁর অধীনে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কই সেদিন তো সিনিয়র সাহাবীগণ কোন প্রশ্ন তুলেননি; বরং আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গেছেন।

৬. মেজাজের ভারসাম্যহীনতা ঃ যাদের মধ্যে মেজাজের ভারসাম্য নেই তারাও সঠিকভাবে আনুগত্য করতে পারে না। এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (র) বলেন, "মেজাজের ভারসাম্যহীনতার প্রধানতম প্রকাশ হচ্ছে মানুষের একগুঁয়েমি। এ রোগে আক্রান্ত হবার পর মানুষ সাধারণত প্রত্যেক বস্তুর এক দিক দেখে, অপর দিক দেখে না। প্রত্যেক বিষয়ের এক দিককে গুরুত্ব দেয়, অন্য দিককে গুরুত্ব দেয় না। যেই দিকে তার মন একবার পাড়ি জমায় সে দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। অন্যদিকে নজর দিতে প্রস্তুত হয় না। বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সে ক্রমাগত ভারসাম্যহীনতার শিকার হতে থাকে। মত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সে যে দিককে ভাল মনে করে সেই দিকই আঁকড়ে ধরে রাখে। অথচ এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তার নিকট গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যে বস্তুকে খারাপ মনে করে তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে; কিন্তু একই পর্যায়ের অন্যান্য খারাপ বস্তু তার চেয়ে বেশি খারাপ হলেও সে বিষয়ে কোন কথাই বলে না।"

৭. পদের প্রতি লোভ ঃ পদের প্রতি লোভী ব্যক্তি আনুগত্য করার ক্ষেত্রে ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি পরোক্ষভাবে নেতৃত্বের পদে আসীন হবার সর্বাত্মক চেষ্টা করে, যা তার কথাবার্তায়, আচার-আচরণে ও সমালোচনায় বুঝা যায়।

রাসূলে করীম (স) বলেন,

إِنَّا وَاللّٰهِ لَانُوَلِّيْ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

www.amarboi.org

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! আমরা এমন কোন লোকের উপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবো না, যে এর প্রার্থী হয়, অথবা এর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহর নবী বলেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ! নেতৃত্বে পদপ্রার্থী হয়ো না। কারণ প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব প্রদত্ত হলে তুমি এ ব্যাপারে সহযোগিতা পাবে। আর প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব-পদ পেলে তোমার উপর যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৮. দায়িত্বশীল পছন্দ না হলে ঃ অনেকে পছন্দ অপছন্দের মাপকাঠিতে আনুগত্য করতে চায়, যা ইসলামী শরীআতে নাজায়েয। কে দায়িত্বশীল, দেখতে কেমন, কতটুকুন লেখাপড়া জানে, যোগ্যতা কতটুকু, বক্তা হিসেবে কেমন, কোন পরিবারের, প্রভাব প্রতিপত্তি আছে কিনা, চেহারা-সুরত কেমন, মানানসই কিনা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আছে কিনা, কোন এলাকার– এই জাতীয় বিষয়গুলো সামনে রেখে যারা দায়িত্বশীলের আনুগত্য করতে চায়, তারা জেনে রাখুক তাদের এই আনুগত্যের দুই পয়সা মূল্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট নেই। ব্যক্তি যেই হোক না কেন তিনি যদি আমার আমীর হন নিঃসংকোচে তার আনুগত্য করা রাসূলে করীম (স)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ। রাসূল (স) বলেছেন,

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ

অর্থাৎ তোমরা আদেশ নিষেধ শোন এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলামকেও শাসক নিয়োগ করা হয়। (সহীহ মুসলিম)

৯ মান উন্নয়নে বিলম্ব হওয়া ঃ সকলেই চায় সাংগঠনিকভাবে তার মান উন্নয়ন হোক। দায়িত্বশীলেরাও এ ব্যাপারে তাগিদ দিতে থাকেন। কিন্তু কোন ভাই যদি বারবার চেষ্টা করেও নিজের মান উন্নয়ন করতে না পারেন বা ঐ ভাইয়ের মান উন্নয়ন করা না হয়, তখন তিনি নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দেন। আবার কেউ কেউ যোগ্যতাসম্পন্ন, অন্যদেশে বা অন্য জায়গায় ইসলামী সংগঠনের উঁচু মানের জনশক্তি ছিলেন। আবার অনেকে বড় দায়িত্বশীল ছিলেন, নতুন জায়গায় বা দেশে এসেও সক্রিয় আছেন; কিন্তু মান উন্নয়নে বিলম্ব ঘটলে পরে নানা অভিযোগ ও কথাবার্তা শুরু করে দেন। এবং এক সময় তা নিষ্ক্রিয়তার ও আনুগত্যহীনতার পর্যায়ে চলে আসে। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেক সংগঠন তার জনশক্তির মান উন্নয়নের প্রাক্কালে যাচাই বাছাই করার সিস্টেম রাখে। আপনি নিজেকে পেশ করুন। সংগঠন সিদ্ধান্ত নিবে আপনার ব্যাপারে। আপনি ধৈর্যহারা হবেন না, সংগঠনের সিষ্টেমের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল থাকুন। মান উন্নয়নে বিলম্ব হলেও আপনি যে রবের উদ্দেশ্যে কাজ করছেন, তাঁর নিকট পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবেন।

১০. দায়িত্বশীলদের সাথে সম্পর্কের তিক্ততা ঃ কোন দায়িত্বশীলের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তখন আনুগত্য করতে নারাজ হয়ে যান অনেকে। দায়িত্বশীল নিজের অধিকার পুরোপুরি আদায় করে; কিন্তু অন্যদের অধিকারের ব্যাপারে নজর দেয় না। এ অবস্থায় আমাদের কী করণীয়– আসুন নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করি।

www.amarboi.org

سَأَلَ سَلَمَةُ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا اُمَرَاءَ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔

অর্থাৎ হযরত সালামাহ ইবনে ইয়াযীদ জু'ফী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাদের উপর যখন এমন সব আমীর ক্ষমতায় আসীন হবে যারা তাদের অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি আদায় করে নিতে চাইবে এবং আমাদের অধিকার থেকে আমাদেরকে প্রতিহত করে, তখন আমরা কী করবো? রাসূল (স) তার প্রতি নজর দিলেন না। সালামাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন রাসূল (স) বললেন, তোমরা শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের বোঝা তাদের উপর, তোমাদের বোঝা তোমাদের উপর। (সহীহ মুসলিম)

১১. সন্দেহ প্রবণতা ঃ দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে যদি কেউ সন্দেহ প্রবণ হয়ে ওঠেন তাহলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে আনুগত্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ সন্দেহ প্রবণতা সৃষ্টি করে শয়তান। এর থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য অতীব জরুরি। কারণ এ রোগটি আরো অনেক রোগের জন্ম দেয়। অথচ বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) এ ব্যাপারে বলেছেন, اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ সাবধান! সন্দেহ প্রবণতা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই সন্দেহ প্রবণতা বা ধারণা হচ্ছে নিকৃষ্টতম মিথ্যা কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

১২. মতামতের কুরবানী করতে না পারা

ইসলামী সংগঠনে মতামত দেওয়া নেওয়া ঈমানী দায়িত্ব। সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে এবং সংগঠনের সাথে চলতে গিয়ে সকল মতামতকে সামনে রেখে যেটা সংগঠনের জন্য অধিকতর কল্যাণকর সেটাকে গ্রহণ করা হয়। এতে দেখা যায়, কারো মতামত গ্রহণ করা হল, অন্য কারো মতামতকে গ্রহণ করা সম্ভব হল না। এমতাবস্থায় কোন কোন ভাই মতামত গ্রহণ না করার কারণে ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়েন। এটা আসলে ইসলামের নীতি নয়। আপনার দায়িত্ব হল ঈমানদারী ও আন্তরিকতা সহকারে মতামত দিয়ে দেওয়া, এর পর সংগঠনের দায়িত্ব সেটা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। যদি সংগঠন গ্রহণ করে তাহলে আপনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন, অন্যথায় সঠিক পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। এছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা ঠিক নয়। দশজনের সাথে চলতে গেলে অবশ্যই মতামত কুরবানী করার মত যোগ্যতা থাকা চাই। অন্যথায় বিপদ অত্যাসন্ন। চলুন, মহাবিপ্লবী সংগঠক মুহাম্মাদুর রাসূল (স) এ ব্যাপারে আমাদের কি নির্দেশনা দিয়েছেন তা খতিয়ে দেখি।

www.amarboi.org

হাদীসের ভাষ্য,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص ثَلٰثٌ مُهْلِكَاتٌ هَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِىَ اَشَدُّهُنَّ ـ

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি জিনিস হচ্ছে ধ্বংসকারী ঃ

১. এমন কামনা বাসনা নিমজ্জিত হওয়া মানুষ যার আনুগত্য দাস হয়ে যায়। ২. এমন লোভ লালসা, যার বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং

৩. নিজেকে নিয়ে মানুষের আত্মপ্রশাদ লাভ করা। আর এটিই হচ্ছে সর্বাধিক ভয়াবহ। (ইনতিখাবে হাদীস ঃ ১২৩)

১৩. হৃদয়ের বক্রতা ঃ বক্র হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি সহজে আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না।

হৃদয়ের বক্রতা যা সাধারণত সৃষ্টি হয়ে থাকে দায়িত্ব এড়ানোর কৌশল স্বরূপ নানারূপ জটিল প্রশ্ন তোলার বা সমস্যার সৃষ্টির মাধ্যমে। মূসা (আ) এর কাওম সম্পর্কে আল্লাহ্ সূরা আস্‌সফে বলেন,

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ـ

অর্থাৎ হে রাসূল! মূসা (আ) এর কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি তার কাওমকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে তোমরা পীড়া দিচ্ছ কেন বা উৎপীড়ন করছ কেন? অথচ তোমরা তো জান যে, আমি আল্লাহর রাসূল। এর পরও যখন তারা বাঁকাপথে পা বাড়াল, তখন আল্লাহ্ তাদের দিলকে বাঁকা করে দিলেন। (সূরা আস্‌সফ ঃ ৫)

মূসা (আ)কে তারা উৎপীড়ন করত কিভাবে। তারা আল্লাহ ও তাঁর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন নির্দেশ ফাঁকি দেবার বা পাশ কাটাবার উদ্দেশ্যে আবোল তাবোল ও জটিল- কুটিল প্রশ্নের অবতারণা করত। আল্লাহ্ তাআলা এটাকেই বাঁকা পথে চলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর এর পরিণামে সত্যি সত্যি আল্লাহ্ তাদের দিলকে বক্র করে দিয়েছেন। এভাবে নবীর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেবার পরও তারা ফাসেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিজেদের কর্ম দোষে।

আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে এই রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্যেই বনী ইসরাঈলের কীর্তিকলাপ ও তার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সেই সাথে হেদায়েত লাভের পর হৃদয়ের বক্রতার শিকার হয়ে যাতে আবার গোমরাহীর শিকারে পরিণত না হয় এ জন্যে দোয়া শিখিয়েদিয়েছেন।

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

www.amarboi.org

অর্থাৎ হে আমাদের রব! একবার হেদায়েত দানের পর তুমি আমাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য খাস রহমত দান কর, তুমি তো অতিশয় দাতা ও দয়ালু। (আলে ইমরান ঃ ৮)

১৪. মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্ন ঃ নেতার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসলে কেউ কেউ নির্দেশটি সম্পর্কে যাচাই বাছাই করতে নানা রকমের প্রশ্ন উত্থাপন করেন, অথচ এটা বিধিসম্মত নয়। একবার রাসূলে করীম (স) সাহাবীগণের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন, বেশি বেশি প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৫. বন্ধু-বান্ধবদের দাবি পূরণ করতে গেলে আনুগত্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

১৬. পরিবার পরিজনের চাপ।

১৭. নিজেকে অতীব যোগ্য মনে করা ঃ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে অধিকতর যোগ্য মনে করেন, আর তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যদি তার না থাকে তাহলে সংগঠনের পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তির আনুগত্য করতে স্বভাবতই সে অপারগ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা যখন ইবলিসের প্রতি হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন ইবলিস নিজেকে আদম (আ) থেকে অধিকতর যোগ্য বিবেচনা করে আল্লাহ তাআলার সেই নির্দেশের আনুগত্য করা থেকে বিরত ছিল। ইবলিস যে ভাষা ব্যবহার করে আনুগত্যকে অস্বীকার করেছিল, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সেটি নিম্নোক্তভাবে কোড করেছেন।

اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ -

অর্থাৎ আমি আদমের চাইতে উত্তম, কারণ আমাকে তুমি জ্বলন্ত অগ্নি থেকে তৈরি করেছ, আর তাকে কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ। (সূরা আ'রাফ ঃ ১২)

সুতরাং যে নিজেকে মনে মনে বা প্রকাশ্যে যোগ্য মনে করে আনুগত্য পরিহার করল, পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্কই অনুসরণ করল। অথচ আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ - اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৮)

১৮. সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদী মন-মানসিকতা ঃ সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদী মানসিকতার লোকেরা বস্তুবাদী চিন্তা লালন করে এবং সকল ক্ষেত্রে জাগতিক লাভ ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করে থাকে। যা পরিণামে আনুগত্যহীনতার জন্ম দেয়।

www.amarboi.org

আনুগত্য পেতে হলে দায়িত্বশীলদের করণীয়

১. কর্মীদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা ঃ এ বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে 'ইসলামী সংগঠন' নামক বইতে। যেমন— একটি দলে নানা রকমের মানুষ থাকে। কর্ম-ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা এবং দৈহিক সৌন্দর্যের দিক থেকে এদের মাঝে অনেক পার্থক্য। এ সব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য তাদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করার জন্য এগিয়ে আসে তাদের সবার অধিকার সমান। কালো, ধলো, কুৎসিত, সুদর্শন, কম বুদ্ধিমান, বেশি বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান, প্রতিভাহীন, বলবান, বলহীন এরা সবাই অধিকারের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার।

কালো, কুৎসিত, কম বুদ্ধিমান, প্রতিভাহীন বা বলহীন হওয়ার কারণে নেতা যদি কর্মীকে হেয় জ্ঞান করেন, তাহলে তো তিনি বড় রকমের অপরাধই করে বসেন। আবার সুদর্শন, বলবান, বেশি প্রতিভাবান হওয়ার কারণে তিনি যদি কারো প্রতি অতিশয় অনুরাগী হন, তাহলে তিনি দলের মৃত্যুঘণ্টা বাজাতে শুরু করেন।

কালো, কুৎসিত, কম বুদ্ধিমান, প্রতিভাহীন বা বলহীনকে বাঁকা চোখে দেখার অর্থ স্রষ্টাকে বাঁকা চোখে দেখা। কারণ স্রষ্টাই কিছু লোককে কালো, কুৎসিৎ, কম বুদ্ধিমান, প্রতিভাহীন বা বলহীনরূপে সৃষ্টি করেছেন। তারা নিজেরা নিজেদেরকে এভাবে সৃষ্টি করেনি।

নেতার কর্তব্য সবাইকে ভালোবাসা। তিনি সবাইকে শুধু এ জন্যই ভালোবাসবেন যে, তারা আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ।

আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ হওয়ার কারণে মুমিনদের মাঝে যে ভালোবাসা গড়ে উঠে, কেবল এটাই আল্লাহর নিকট স্বীকৃত ভালোবাসা; অন্য কোন ভালোবাসা নয়।

ইনসাফের দাবি হচ্ছে নেতাকর্মীদেরকে সমান চোখে দেখবেন, প্রত্যেকের প্রতি সমান মনোযোগ দেবেন, প্রত্যেকের আপনজনে পরিণত হবেন, প্রত্যেককেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেবেন এবং কাজ আদায় করে নেবেন।

নেতার কথা ও আচরণ থেকে যদি কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি অনুরাগ এবং কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ পায়, তাহলে তার নেতৃত্ব তাঁর দল বা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ডেকে আনে।

কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ন্যায় এবং ইনসাফের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ইনসাফ এবং সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন। (সূরা আন্ নাহল ঃ ৯০)

২. জনশক্তিকে কুরআন সুন্নাহ হতে সংগঠন বুঝতে প্রেরণা দেওয়া ঃ বুঝের ঘাটতি থাকলে তাদের দ্বারা সংগঠনের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এ ধরনের লোকদেরকে কুরআন হাদীস থেকে সংগঠন বুঝার জন্য অনুপ্রাণিত করা উচিত। সেজন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি।

www.amarboi.org

আল্লাহ পাক বলেন,

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ তারা কি সমান হতে পারে? যারা জানে, আর যারা জানে না। (সূরা যুমার ঃ ৯)

৩. **কর্মীদের প্রতি নম্র, কোমল ও রহমদিল হওয়া ঃ** কোমল ব্যবহার নেতা ও কর্মীদের মাঝে সম্পর্ক গভীর করে, জনশক্তিকে চুম্বকের মত দায়িত্বশীলের কাছে আনে এবং তারা হৃদয় মন থেকে আনুগত্য করে। রাসূলে করিম (স) বলেন, যে ব্যক্তি রহমত থেকে শূন্য, তার প্রতি রহম করা হয় না।। দায়ীত্বশীলদেরকে রূঢ়তা, কঠোরতা তাচ্ছিল্য ও নির্লিপ্ততা ইত্যাদি পীড়াদায়ক ও হৃদয়বিদারক আচরণের পরিবর্তে কর্মীদের সাথে নম্রতা শিষ্টতা, সৌজন্য ও প্রিয়ভাষীর পরিচয় দিতে হবে। নম্র ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলে করিম (স) বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলে দিচ্ছি যার ওপর জাহান্নামেরর আগুন হারাম এবং সেও জাহান্নামের ওপর হারাম। এ লোকটি নম্র মেজাজ, নম্র প্রকৃতির ও নম্রভাষী। (আহমদ তিরমিযী, ইবনে মাসউদ রা.)

অপর দিকে কঠোরভাষী ও তিক্ত মেজাজের অধিকারী তথা বদমেজাজী লোকদের নিকট থেকে সবাই দূরে সরে দাঁড়ায়।

৪. **অধস্তন ভাইদের দোষত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা ঃ** কুরআনের মাধ্যমে' কর্তৃত্বশীলদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজের সহযোগীদের দুর্বলতাগুলো দেখো এবং সেগুলো মাফ করে দাও। এ জন্য মনকে কলুষিত করো না এবং নিরাশ হয়ো না। তবে হ্যাঁ কেউ যদি দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের মত কাজ করে তাহলে অবশ্যই ঐ ভাইটির ব্যাপারে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এ ক্ষেত্রে উদারতা দেখানোর অর্থই হলো সংগঠনের সামগ্রিক মজবুতি ও ভিত্তিকে ভেঙে ফেলা। মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি থেকে অবশ্যই দলের গুরুত্ব অধিক।

আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেওয়াকে বড় সাহসের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন,

وَ مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি সবর করলো এবং ক্ষমা করে দিলো এতো এক বিরাট সাহসের কাজ (করলো) । (সূরা আশ-শূরা ঃ ৪৩)

৫. **সহযোগীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করা ঃ** আল্লাহ তাআলা পরামর্শ করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা শূরা ঃ ৩৮)। তবে অবশ্যই সকলকেই পরামর্শ দেওয়া-নেওয়ার নিয়মনীতির প্রতি কঠোরভাবে নজর রাখতে হবে। অন্যথায় এর সকল ফায়দাই নষ্ট হয়ে যাবে। এ সংক্রান্ত আলোচনা 'পরামর্শ' বিষয়ে উল্লেখ করা হবে ইনশাল্লাহ।

৬. **সাংগঠনিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তার উপর অটল থাকা ঃ** কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরও মতবিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। অনবরত নতুন নতুন পরামর্শ ও মতামত আসতে থাকে। কিন্তু স্থিরকৃত সিদ্ধান্ত বারবার রদবদল করলে সাফল্য

www.amarboi.org

অর্জন করা যায় না; বরং উল্টো দায়িত্বশীলের মনে চিন্তার নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়, কর্মীদের আস্থার ঘাটতি আসে। সিদ্ধান্তের উপর অটল-অবিচল থাকা দায়িত্বশীলের একটি বড় গুণ। যেমন— ওহুদের যুদ্ধে মদীনার অভ্যন্তরে ব্যূহ রচনা করে শত্রুর মোকাবিলা করার পরিকল্পনা গ্রহণের পর বহু সাহাবীর পীড়াপীড়িতে রাসূলে করীম (স) তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত মেনে নেন। অথচ এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটেছিল। সুতরাং নেতার সিদ্ধান্তে অটল থাকুন, আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দায়িত্বশীলদের করণীয় সম্পর্কে এক চমৎকার বাণীচিত্র অঙ্কন করে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ - فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ -

অর্থাৎ এটা একমাত্র খোদার অনুগ্রহ যে, আপনি তাদের (মুসলমানদের) প্রতি কোমল। যদি আপনি কঠোরভাষী ও তিক্ত মেজাজসম্পন্ন হতেন তাহলে তারা আপনার চারপাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। কাজেই তাদের ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন, তাদের জন্য ক্ষমা চান এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অনন্তর পরামর্শের পর যখন কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়ে যান, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। অবশ্যই আল্লাহ (তাঁর উপর) ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৮)

৭. কর্মী ভাইদের জন্য দোয়া করা এবং পরস্পর দোয়ার পরিবেশ তৈরি করা ঃ

বিশ্বনবী দোয়ার এক অনুপম পরিবেশন তৈরি করতে উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেন, তোমাদের নেতাদের মধ্যে তারাই উত্তম নেতা, যাদের তোমরা ভালবাসো এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে; যাদের জন্য তোমরা দোয়া কর আর তোমাদের জন্যও তারা দোয়া করে। (মুসলিম)

দায়িত্বশীলদের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু দেখলে করণীয়

কারো উপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করা মানে হল ছুরিবিহীন জবাই করার শামিল। যাদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় অর্থাৎ যারা দায়িত্বশীল তারা মযলুম। তাদের উপর দায়িত্ব দিয়ে এক অর্থে যুলুম করা হয়েছে। যার কারণে কুরআন-হাদীসে দায়িত্বশীলদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের সাথে লেগে থাকা ও আনুগত্য করাকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক মুমিনের জন্য।

আমরা সকলেই আশা করি, আমাদের দায়িত্বশীলগণ সকল দিক থেকে আমাদের প্রেরণার উৎস হোক, পূত-পবিত্র থাকুক, আমল-আখলাক, আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়,

www.amarboi.org

লেন-দেনে, উঠা-বসায়, মেলামেশাতে, আমানতদারিতে, ওয়াদা রক্ষায়, ইবাদত -বন্দেগীতে সকলের উচ্চে থাকুক, সকলের শীর্ষে অবস্থান করুক, সকলের নিকট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকুক। হ্যাঁ এটা সবাই কামনা করে এবং এটা হওয়াও উচিত। দায়িত্বশীলদেরকেও সেই মানে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের দায়িত্বশীলগণ এজন্য চেষ্টা করে থাকেন।

তবে কথা হল, দায়িত্বশীলগণ যে আমাদের মতই মানুষ, আমাদেরকে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের যেমন ভুল হয়, তাদেরও ভুল হতে পারে। এই ভুল হওয়াকে কেউ কেউ মেনে নিতে পারেন না, বরদাশত করতে পারেন না। যার কারণে অনেককেই ইসলামী আন্দোলন থেকে নিষ্ক্রিয় হতে দেখা যায় যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে আমাদের করণীয় কি হবে? আসুন না দেখি প্রিয় নবীজী আমাদেরকে এ ব্যাপারে কি হেদায়াত দিয়েছেন। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ - (متفق عليه)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি তার আমীর বা দায়িত্বশীলের মধ্যে কোনরূপ অপ্রীতিকর বা অপছন্দনীয় বিষয় লক্ষ্য করে, তবে সে যেন সবর করে। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য হাদীসে প্রিয় নবীজী বলেন।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ -

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলিম ক্ষমতাশীন ব্যক্তি যে পর্যন্ত না কোন পাপকার্যের আদেশ করবে, সে পর্যন্ত তার আদেশ শোনা ও মেনে নেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক বা নাই হোক। (বুখারী, মুসলিম)

অন্য হাদীসে দায়িত্বশীলদের জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহর নবী বলেন, তোমাদের নেতাদের মধ্যে তারাই উত্তম নেতা যাদের তোমরা ভালোবাস এবং তারা তোমাদের ভালোবাসে, যাদের জন্য তোমরা দোয়া কর আর তোমাদের জন্যও তারা দোয়া করে। (মুসলিম, থেকে রিয়াযুছ ছালেহীন)

দায়িত্বশীলগণ তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করে নেন অথচ কর্মীদের অধিকার আদায় করেন না– এ জাতীয় আচরণে আমাদের করণীয় কি এ বিষয়ে হাদীস শরীফ থেকে আমরা যে দিকনির্দেশনা পাই তা নিম্নরূপ।

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের উপর যখন এমন আমীর ক্ষমতায় আসীন হবে যারা তাদের অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি আদায় করে নিতে চাইবে এবং আমাদের অধিকার দেবে না তখন আমরা কি করবো? রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর (প্রশ্নকর্তার)

www.amarboi.org

প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সালামাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তোমরা শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের বোঝা তাদের ওপর। তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপর।" (সহীহ মুসলিম)

তাহলে দায়িত্বশীলদের মাঝে অপ্রীতিকর বা অপছন্দনীয় কিছু দেখলে হাদীসের আলোকে আমাদের করণীয় দাঁড়াল ঃ

১. সবর করতে হবে।

২. আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে।

৩. আনুগত্য করে যেতে হবে, পছন্দ হোক বা নাই হোক।

৪. সংগঠন ছাড়া যাবে না, নিষ্ক্রিয় হওয়া যাবে না। কারণ রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের গণ্ডি এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তবে তার এ মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

৫. **নেতৃত্বের সাথে লেগে থাকা ঃ** এ ব্যাপারে প্রিয় নবীজীর উপদেশ সম্বলিত হাদীসটি আমাদের জন্যে অনুসরণযোগ্য ঃ

عَنْ مُعَاذٍ (رض) قَالَ : اَخَذَ بِيَدِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشٰى قَلِيْلاً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ اُوْصِيْكَ ـ

* بِتَقْوَى اللّٰهِ
* وَصِدْقِ الْحَدِيْثِ
* وَوَفَاءِ الْعَهْدِ
* وَ اَدَاءِ الْاَمَانَةِ
* وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ
* وَرَحْمِ الْيَتِيْمِ
* وَحِفْظِ الْجَوَارِ
* وَكَظْمِ الْغَيْظِ
* وَلِيْنِ الْكَلَامِ
* وَبَذْلِ السَّلَامِ
* وَلُزُوْمِ الْاِمَامِ (بيهقى)

অর্থ ঃ হযরত মু'আয (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) আমার হাত ধরলেন, অতঃপর কিছুদূর চললেন, তারপর ইরশাদ করলেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।

www.amarboi.org

* আল্লাহকে ভয় করার অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকার।
* সত্য কথা বলার
* অঙ্গীকারপূর্ণ করার।
* আমানত যথাযথভাবে আদায় করার।
* খিয়ানত না করার।
* ইয়াতীমের প্রতি রহম করার।
* প্রতিবেশীদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার।
* ক্রোধ ও রাগ দমন করার।
* মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলার।
* মানুষের সাথে সালাম বিনিময় করার।
* রাষ্ট্র প্রধানের নেতৃত্বের সাথে লেগে থাকার।

(বায়হাকী থেকে যাদেরাহ হাদীস নং ১৫৫)

আনুগত্যের পরিবেশ তৈরিতে এগিয়ে আসুন

সাংগঠনিক জান্নাতী পরিবেশ লাভ করুন

আপনি আমীর বা সভাপতি, আনুগত্যের মডেল উপস্থাপন করুন। আল্লাহ, রাসূল (স), সংগঠনের সংবিধান, নিয়মনীতি ও সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। আপনি প্রাক্তন দায়িত্বশীল, সিনিয়র সদস্য, সদস্য, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, আমলদার, দীর্ঘদিন সংগঠন করেছেন, ছাত্র অঙ্গনে অন্য দেশে আপনি সংগঠন করেছেন, অনেক অবদান রেখেছেন। এখন সংগঠনে আপনি সবচাইতে বেশি আনুগত্য করুন। কারণ আপনার দায়িত্ব পালন কালে, দীর্ঘদিন সংগঠন করা কালে আনুগত্যের নসিহত করেছেন এবং আনুগত্য নিয়েছেন।

এতদিন যা আপনি বলেছেন, এখন তা আমল করার সময়। আমল করার মাধ্যমে নমুনা উপস্থাপন করুন, অন্যদের জন্য নমুনা হোন। জড়তা, আমিত্ব পরিহার করুন, কথায় কাজে মিল রাখুন। আপনার কণ্ঠে কর্মীরা আনুগত্যের বক্তৃতা শুনেছেন, আপনার নির্দেশ পালনে জান বাজি রেখেছেন। এখন আপনার পালা– আনুগত্য করে দেখিয়ে দিন, আনুগত্য কাকে বলে। এখন যদি আপনি আবু বকর (রা)-এর মত আনুগত্য উপহার দিতে পারেন, তাহলে কর্মীরা অনেক বেশি আনুগত্যশীল হবে। আর যদি আনুগত্য প্রদর্শনে কোন প্রকার গড়িমসি করেন তাহলে অপেক্ষা করুন সে দিনের, যে দিন আল্লাহ পাকের নিকট আনুগত্য না করার কারণে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন দলীল খুঁজে পাবেন না।

আপনি প্রধান দায়িত্বশীল, অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল, শূরা সদস্য, কর্মপরিষদ সদস্য, Unit দায়িত্বশীল, Sub-unit দায়িত্বশীল, তাহলে আপনাকে সবচেয়ে সুন্দর আনুগত্য করতে হবে। যে যত বড় দায়িত্বশীল, সে তত বেশি সুন্দর, অনুসরণযোগ্য অনুপম আনুগত্য

www.amarboi.org

করুন, আনুগত্য করতে শিখুন, আনুগত্যের পরিবেশ তৈরিতে এগিয়ে আসুন তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের সকলের প্রতি রহম করবেন। আমরাও একটি সুন্দর জান্নাতী সাংগঠনিক পরিবেশ লাভ করতে পারব, যা আমাদেরকে আনন্দ দেবে, কল্যাণ দেবে, মানসিক প্রশান্তি দেবে। আপনি কি চান না এমন একটি পরিবেশ? যে পরিবেশে একজন ভাই বা একজন আগন্তুক আসলে শান্তির এক পরশ তার দেহে বয়ে যাবে। আর সেও পরম তৃপ্তি বোধ করবে। যদি চান, তাহলে আসুন, সকলে মিলে আনুগত্যের পরিবেশ তৈরিতে তৎপর হই, জান্নাতী পরিবেশের রঙে আমাদের আঙিনাকে রাঙাই।

আনুগত্যহীনতার পরিণাম

কেউ যদি তাদের জীবন থেকে আনুগত্যের লাগাম খুলে মুক্ত জীবন যাপন করতে চায়, তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা জেনে রাখুক, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে নিজেদের পক্ষে কোন দলীল উপস্থাপন করতে পারবেন না। আনুগত্য পরিহার করলে তার কী পরিণতি হবে নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

১. হেদায়াত লাভের তাওফীক থেকে বঞ্চিত হবে। (সূরা নূর ঃ ৫৪)

২. নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৩)

৩. জাহিলিয়াতের মৃত্যুসম হবে।

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আনুগত্যের লাগাম খুলে ফেলল এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এ অবস্থায় মৃত্যু হলে তার সে মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুসম হবে। (মুসলিম)

৪. কিয়ামতের ময়দানে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন দলীল থাকবে না।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَلَعَ مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (مسلم)

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লহর সম্মুখে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তাদের বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইআত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুসম হবে। (মুসলিম)

৫. সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, সংগঠনের মজবুতি নষ্ট হবে।

আল্লাহ পাক বলেন اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

www.amarboi.org

অর্থাৎ ফিত্না তথা বিশৃঙ্খলা হত্যা থেকেও জঘন্য।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন যারা সীসাঢালা প্রাচীরের মত অটল থাকে সুশৃঙ্খলভাবে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে। (সূরা ছফ ঃ ৪)

আনুগত্যের পরিবেশ তৈরির রূহানী সম্বল

রূহ ছাড়া যেমন একটি দেহ মূল্যহীন তেমনিভাবে আনুগত্যের মধ্যেও যদি রূহ না থাকে তাহলে ঐ আনুগত্য কোন কাজে আসবে না। লৌকিকতার পরিবর্তে রূহানিয়াত, খুলুসিয়াত এর সাথে সকলক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে। সেটাই ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ।

এ বিষয়ে বর্তমান আমীরে জামায়াত জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা করেছেন, তার রচিত ইসলামী আন্দোলন সংগঠন নামক বইতে। তিনি বলেন, এই বিষয়টা বিশেষ করে দায়িত্বশীলদের জন্যে। কিন্তু সর্বস্তরের দায়িত্বশীল তো কর্মীদের মধ্যে থেকেই এসে থাকে। তাছাড়া সংগঠনের বাইরের জনগোষ্ঠীর মাঝে আন্দোলনের প্রভাববলয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মীরাও তো পরিচালনা বা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই নেতা কর্মীর সবার জন্যেই এটা প্রযোজ্য।

আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমার জানামতে তিনটি উপকরণকে রূহানী উপকরণ বলা যায়। অথবা এই তিনটিকে কেন্দ্র করে আনুগত্যের ক্ষেত্রে রূহানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এক. সর্ব পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগতভাবে এবং সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। এ পথে উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত আত্মসমালোচনার সাথে এ আনুগত্যের মান বাড়াবার চেষ্টা করবে।

দুই. কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় বডির সিদ্ধান্তের প্রতি নিষ্ঠার সাথে শ্রদ্ধা পোষণ করবে। অত্যন্ত যত্নসহকারে তা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালাবে। আর অধস্তন সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্বে যারা থাকবে তাদের ঊর্ধ্বতন সংগঠনের, ঊর্ধ্বতন নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেতে হবে।

তিন. যাদের সাথে নিয়ে সংগঠন পরিচালনা করা হচ্ছে, যাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কামনা করা হয়, তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করা অভ্যাসে পরিণত হতে হবে।

www.amarboi.org

তাছাড়া নেতৃত্ব যারা দেবেন বা সংগঠন যারা পরিচালনা করবেন, তাদেরকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যাপারে অগ্রগামী হতে হবে। নিজস্ব সহকর্মী সাথীসঙ্গীর গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষও তাদের এ অগ্রগামী ভূমিকা বাস্তবে উপলব্ধি করবে, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা স্বীকারও করবে।

১. ঈমানী শক্তি ও ঈমানের দাবি পূরণের ক্ষেত্রে।

২. ঈমানী শক্তি অর্জন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

৩. আমল, আখলাক ও তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে।

৪. সাংগঠনিক যোগ্যতা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে।

৫. মাঠে ময়দানের কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ এবং কুরবানী ও ঝুঁকি নেবার ক্ষেত্রে।

উল্লিখিত পাঁচটি ব্যাপারে কোন নেতা বা পরিচালক অগ্রগামী হলে তার প্রতি কর্মী তথা সাধারণ মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভক্তি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে দীনী আবেগজড়িত হওয়াটাও একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। নেতা এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারলেই কর্মীরা তাকে আন্তরিক ভাবে ভালবাসে, তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করে। তার কথায় সাড়া দিতে গিয়ে যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয় দ্বিধাহীন চিত্তে।

শেষকথা

সুন্দর আনুগত্য করুন। আনুগত্যের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন এবং সংগঠনকে মজবুত করুন। যারা সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে অলস, বেপরোয়া তাদেরকে সতর্ক করুন, অন্যথায় তাদেরকে পরিহার করে চলুন, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন, সংগঠনকে বেগবান করুন।

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন, মুমিন ও ঈমানের উদাহরণ হল খুঁটিতে বেঁধে রাখা ঘোড়ার মত। চারদিকে যতই ঘোরাফেরা করুক না কেন অতঃপর আবার সেই খুঁটির নিকট ফিরে আসে। (আল-হাদীস)

সাইয়েদ মওদূদী (র) বলেন, খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়া আযাদ ঘোড়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হয়। আযাদ ঘোড়া প্রত্যেক ময়দানে ঘুরে বেড়ায়, প্রত্যেক ক্ষেতে প্রবেশ করে এবং যেখানে সবুজ ঘাস দেখে সেখানেই একেবারে অধৈর্য হয়ে লাফিয়ে পড়ে। আযাদ ঘোড়ার চালচলন ও অবস্থা নিজেদের মধ্য থেকে দূরে নিক্ষেপ করুন এবং খুঁটিতে বেঁধে রাখা ঘোড়ার অবস্থা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন।

আসুন, আনুগত্যের লাগাম লাগিয়ে সংগঠনের মাঝে শৃঙ্খলার সীসাঢালা প্রাচীর তৈরি করি এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে জান্নাতী পরিবেশ তৈরি করতে সকলেই এগিয়ে যাই।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তার দীনের পথে, ঈমানের পথে মৃত্যু পর্যন্ত চলার তাওফীক দিন। আনুগত্যের সঠিক Spirit আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

www.amarboi.org

ইসলামী সংগঠনে পরামর্শ

কালামে পাকের ঘোষণা,

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

অর্থাৎ হে নবী! কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। কোন বিষয়ে আপনার পরিকল্পনা সুদৃঢ় হয়ে গেলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

And consult them in the affairs then when you have taken a decision, put your trust in Allah certainly. (Al-Quran-2 : 154)

আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে গঠিত ইসলামী সংগঠনে পরামর্শ নেওয়া ও পরামর্শ দেওয়া একটি মৌলিক কাজ বলে বিবেচিত। বস্তুত শূরায়ী নেজাম ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা ইসলামী সংগঠনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের প্রাণশক্তি

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের প্রাণশক্তি হল দুটি। যথা–

১. পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা,

২. সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক সমালোচনা করা।

বক্ষ্যমাণ অংশে উপরিউক্ত দুটি বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাল্লাহ।

পরামর্শ কি?

পরামর্শ শব্দের শাব্দিক অর্থ হল মতামত দেওয়া, মত বিনিময় করা। একে আরবীতে বলে شُوْرٰى (শূরা)। ইংরেজিতে বলে Counsel, Advice.

বাংলা ভাষায় পরামর্শ শব্দটি আরো যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ।

* উপদেশ দেওয়া, মন্ত্রণা দেওয়া, মন্ত্রণ, সলাপরামর্শ, বুদ্ধি দেওয়া, হিতোপদেশ, হিতোক্তি, নীতিকথা, নীতিবাক্য, অনুশাসন, সদুপদেশ, সুমন্ত্রণা, সুপরামর্শ, সুবুদ্ধি, সুযুক্তি, ভালোর জন্য বলা, প্রত্যুপদেশ, অনুপ্রেরণা দেওয়া, অনুপ্রাণনা দেওয়া, প্রেরণা দেওয়া, প্রণোদন, উৎসাহ দান ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ ঃ ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়, কোন কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও উদার মন নিয়ে যে মতবিনিময় করা হয় বা যে মতামত পেশ করা হয়, একে পরামর্শ বলে।

www.amarboi.org

পরামর্শের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১. পরামর্শ দেওয়া নেওয়া আল্লাহর নির্দেশ ঃ আল্লাহ পাক বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ـ

অর্থাৎ নবী হে! গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তাদের সাথে মতামত বিনিময় করুন। কোন বিষয়ে আপনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক ভরসাকারী লোকদেরকে ভালোবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

২. পরামর্শ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সুন্নাত ঃ রাসূল (স) নিজে আল্লাহর নির্দেশের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর অসংখ্য নজির রাসূল (স)-এর জিন্দেগীতে বিদ্যমান।

উল্লেখ্য, রাসূল (স) এ বিষয়ে এত বেশি সজাগ ছিলেন যে, প্রতিদিন রাতে তিনি হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَاوِرُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فِى الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَا مَعَهُمَا ـ

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (স) রাতে মুসলিমদের সামাষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবু বকরের সাথে পরামর্শ করতেন। আমিও তাদের সাথে থাকাতাম। (জামে আত-তিরমীজি)

বেশি বেশি পরামর্শ করা বিশ্ব নবীর আদর্শ ছিল। হাদীস শরীফে এর প্রমাণ মিলে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَجُلًا اَكْثَرَ اِسْتِشَارَةً لِلرِّجَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) অপেক্ষা লোকজনের সাথে অধিক পরামর্শকারী কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।

(আখলাকুন্নবী, হাদীস নং ৭২৭))

৩. পরামর্শ করা সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য ঃ গোটা জামায়াতে সাহাবীগণ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এর সাক্ষ্য স্বরূপ ইরশাদ করেন,

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ـ

অর্থাৎ তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।

(আশ শূরা ঃ ৩৮)

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উক্ত আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের আমলের বাস্তব স্বীকৃতি দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন। তাঁরা ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন।

৪. পরামর্শ হচ্ছে আন্দোলনের নিরাপত্তা প্রহরী ঃ নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্মী বাহিনী যেমনিভাবে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের হেফাযতের দায়িত্ব পালন করেন তেমনিভাবে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের অভ্যন্তরে যাবতীয় সমস্যা থেকে সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে হেফাযত করে কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছাতে নিরাপত্তা প্রহরীর দায়িত্ব পালন করে এই পরামর্শ। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনকে সঠিকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীল নিজে তার দায়িত্ব যথার্থভাবে আঞ্জাম দিতে চাইলে 'পরামর্শ করা' নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিতে হবে। অন্যথায় অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হাদীস শরীফের ভাষায়,

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ ـ

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ইস্তেখারা করবে, সে কোন কাজে ব্যর্থ হবে না। যে পরামর্শ করবে, সে লজ্জিত হবে না। যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, সে দারিদ্র্যে নিপতিত হবে না। (আল-মু'জামুস সগীর)

রাসূল (স) আরো বলেন– اَلْمُسْتَشَارُ اَلْمُؤْتَمَنُ

অর্থাৎ যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে সে নিরাপদ থাকে।

৫. পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তে আল্লাহ পাকের রহমত থাকে ঃ সকলে মিলে পরামর্শ করে কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহ পাক সেখানে মেহেরবানী করেন। খন্দকের যুদ্ধে রাসূল (স) হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। আল্লাহ পাক এতে তার সাহায্য ও রহমতের হস্ত প্রসারিত করে দিলেন এবং কাফেরদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিলেন।

৬. পরামর্শ স্বেচ্ছাচারী হবার পথ রুদ্ধ করে দেয় ঃ যে দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছে মতো চলে এমন স্বেচ্ছাচারী দল কোন ইসলামী সংগঠন হতে পারে না; বরং নিছক একটি জনমণ্ডলী। এমন জনশক্তি দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কোন মানুষ সামষ্টিক ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর চেষ্টা এ জন্যে করে যে, হয়তো সে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য অপরের অধিকার হরণ করে। অথবা সে নিজেকে বড় এবং অন্যকে ছোট মনে করে। এ জাতীয় মনোভাবই খারাপ। মুমিন চরিত্রে এ ধরনের মনোভাব যেন প্রবেশ করতে না পারে, তারই জন্য ইসলাম পারস্পরিক পরামর্শকে সামষ্টিক জীবনের অপরিহার্য শর্ত বানিয়ে দিয়েছে।

www.amarboi.org

৭. ওহী ও নবীর অবর্তমানে জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য পরামর্শ করা জরুরি ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোন নবী ও ওহি আসবে না। কোন বিষয় সঠিক কি বেঠিক তা জানানোর জন্যও আর জিব্‌রাঈল (আ) এই পৃথিবীতে অবতরণ করবেন না। আমরা মানুষ, আমাদের রয়েছে জ্ঞানের স্বল্পতা। এ অবস্থায় একটি ভাল সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য পারস্পরিক আলোচনা পর্যালোচনা, পরামর্শ দেওয়া-নেওয়া ও মত বিনিময় করা একান্ত জরুরি। কথায় বলে "এক মাথার চেয়ে ২টি মাথা উত্তম।"

সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করলে অনেক জটিল ও কঠিন কাজ অত্যন্ত সহজে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব।

৮. সংগঠনের মধ্যে চিন্তার ঐক্য সাধনের জন্য ঃ সংগঠনের সমগ্র জনশক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের মাঝে বেশি পরিমাণে পরামর্শ নেওয়া-দেওয়া জরুরি। দায়িত্বশীলদের মাঝে মনখোলা পরামর্শের পরিবেশ না থাকলে এটা সংগঠনের অভ্যন্তরে সংহতি বিনষ্ট করে দেয়। কারণ মানুষ মাত্রই চিন্তাশীল। নিঃসন্দেহে দায়িত্বশীলগণ আরো বেশি চিন্তা করে থাকেন। চিন্তা তাদের মগজে এনে দেয় মাঠে ময়দানের অভিজ্ঞতা এবং চাহিদা। এভাবে দায়িত্বশীলগণের চিন্তার বিনিময় না হলে, ভাবের আদান-প্রদান না হলে চিন্তার ঐক্য গড়ে উঠা সম্ভব নয়। অথচ চিন্তার ঐক্য ছাড়া সংগঠনের কোন সার্থকতা থাকতে পারে না। হাদীসে দায়িত্বশীলদের পরামর্শের গুরুত্বের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِالْأَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِىَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهِ غَيْرَ ذَالِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ إِنْ نَسِىَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন আমীরের ভাল চান তাহলে তার জন্য সত্যবাদী উজির নিযুক্ত করেন। আমীর সঠিক পন্থা ভুলে গেলে তিনি তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন, আমীর কোন কাজ সঠিক পন্থা স্মরণ করতে পারলে সে কাজে তাকে সহযোগিতা করেন। আর আল্লাহ যদি আমীরের অমঙ্গল চান তাহলে তার জন্য অসদাচারী উজির নিয়োগ করেন। তিনি কোন সঠিক পন্থা ভুলে গেলে উজির তা স্মরণ করিয়ে দেন না। আমীর কোন সঠিক পন্থা স্মরণ করতে পারলে, তিনি সে কাজে তাকে সহযোগিতা করেন না। (আবু দাউদ)

৯. পারস্পরিক পরামর্শ দুনিয়ার জিন্দেগীর কল্যাণ ও সৌভাগ্যের উৎস ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছেন, ইহকালীন জিন্দেগীর সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ তিন জিনিসের সমন্বয়ে পাওয়া সম্ভব, তন্মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ হল অন্যতম। এ প্রসঙ্গে হাদীসের ভাষ্য,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أُمَرَائُكُمْ خِيَارُكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ سُمَحَائُكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ بَطْنِهَا ـ

www.amarboi.org

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন সর্বোপরি ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন সর্বোর্দ্ধে দানশীল এবং তোমাদের সামগ্রিক কার্যক্রম চলবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন তোমাদের জন্য মাটির উপরিভাগ নিচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণময় ও সুখময় হবে। (তিরমিযী)

পরামর্শ গ্রহণের উপকারিতা

পরামর্শভিত্তিক কাজ করলে যে সমস্ত ফায়দা পাওয়া যায় তা আলোকপাত করা হল।

১. সাথী ও সহকর্মীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শ দেবার সুযোগ দিলে বা তাদের সাথে পরামর্শ করলে আনুগত্যের সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ তৈরি হয়।

২. জনশক্তির মাঝে দায়িত্বানুভূতি বৃদ্ধি পায়।

৩. পরামর্শ সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় দূর করে সংগঠনের অভ্যন্তরে জান্নাতী পরিবেশ তৈরি করে।

৪. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি হলে অযাচিত সমালোচনা ও অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর পরিবেশ তৈরির সুযোগ থাকে না।

৫. পরামর্শে অংশ গ্রহণের ফলে সকলের মাঝে কাজের গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়।

৬. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

৭. পরামর্শকেন্দ্রিক কাজে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত-বরকত যোগ হতে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বদর যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূল (স) আনসারদের সাথে যখন পরামর্শ করলেন তখন তাদের উৎসাহের সীমা থাকল না। তখন তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তাতেও আমরা পিছপা হব না। আমরা মূসা (আ)-এর কাওমের মত উক্তি করবো না।

পরামর্শ যারা দেবেন বা পরামর্শ যাদের সাথে করবেন

সবার সাথে নয় বরং যে বিষয়ে, যাদের স্বার্থ জড়িত তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট লোকের সংখ্যা যদি খুব বেশি হয় তাহলে তাদের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। পরামর্শের ক্ষেত্রকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

১. সর্বসাধারণের পরামর্শ।

২. দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ।

৩. আহলে রায় বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ।

www.amarboi.org

১. সর্বসাধারণের পরামর্শ ঃ অর্থাৎ সাংগঠনিকভাবে সংগঠনের সকল জনশক্তির পরামর্শ নেওয়া। যেমন– সংগঠনের আমীর নির্বাচন কালে সকল জনশক্তির পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয়ভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে সকল জনসাধারণের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। কারণ এতে সকল জনগণের স্বার্থ জড়িত রয়েছে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি, তাহল মতামত নেওয়াটাই বড় কথা। কিভাবে নেওয়া হবে তা সময়, সুযোগ ও অবস্থা বুঝে নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং কখনো কোন সংগঠনে যদি শাখাসমূহে প্রত্যক্ষ গোপন ভোটের মাধ্যমে দায়িত্বশীল নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে অথচ এখন যদি মতামত নেওয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংগঠন শাখার সভাপতির নাম ঘোষণা করেন তবে এতে দোষের কিছু নেই।

২. দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ ঃ যেখানে সকল জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত নেই বা সংগঠনের ক্যাডারভুক্ত জনশক্তিদের স্বার্থ জড়িত নেই এমন সকল বিষয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করলেই চলবে।

৩. আহলে রায় বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ঃ রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন বিশেষ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশেষ বিশেষ বিভাগের লোকদের সাথে পরামর্শ করাই যুক্তিযুক্ত, তেমনিভাবে সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ইস্যুতে সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের রায়ের প্রতি আস্থা রাখা আমাদের সকলের কর্তব্য। যেমন– হযরত ওমর (রা) কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং মদীনার বাজার সংক্রান্ত বিষয়ে মহিলা সাহাবী শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা)-এর মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন।

পরামর্শ দেওয়ার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলি

পরামর্শ দেওয়া কেবল গঠনতান্ত্রিক অধিকার নয়, বরং ইসলামী সমাজ ও সংগঠনে এটা একটা পবিত্র আমানত। আল্লাহর এই জমিনে তার দীন কায়েমের আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খোদার দেওয়া বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সকল সময়ে লিখিত ও মৌখিক পরামর্শ দেওয়াটা আমাদের দীনী দায়িত্ব। এই পবিত্র আমানত ও দীনী দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও গড়িমসি করলে যথাসময়ে যথাযথ পরামর্শ দায়িত্বশীলকে না জানানোর ফলে সংগঠনের ক্ষতি সাধিত হলে অথবা সংগঠন কল্যাণমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হলে আল্লাহর দরবারে খেয়ানতকারী হিসেবে জবাবদিহি করতে হবে।

পরামর্শের এই দীনী ও ঈমানী মর্যাদাকে সামনে রেখে আন্দোলন এবং সংগঠনের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় এনে পরামর্শ দিতে হবে উন্মুক্ত মন নিয়ে। পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি পরামর্শ দেওয়ার নির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতির পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নিজের মতামত পেশ করতে হবে। এর বহির্ভূত কোন উপায় অবলম্বন করা যাবে না। পরামর্শ

www.amarboi.org

দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণ না করলে পরামর্শের কল্যাণকারিতার চাইতে ক্ষতির দিকটাই মারাত্মক হতে পারে। তাই আমাদের সকলকে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে যতটা সচেতন হতে হবে ততটা সচেতন হতে হবে পরামর্শ দেওয়ার নিয়মনীতি মেনে চলার ব্যাপারেও। পরামর্শের নিয়মনীতি বা শর্তাবলি নিম্নরূপ ঃ

১. কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেওয়া ঃ দায়িত্বশীল যাতে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন, সে জন্য অন্য ভাইয়েরা সংগঠন ও দায়িত্বশীলের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে নিজের দায়িত্ব মনে করে পরামর্শ দিবেন।

কারণ الدين نصيحة। অর্থাৎ দীন মানেই হল সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করা। যেমন– রাসূল (স)সহ খোলাফায়ে রাশেদীনকে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম মন খুলে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

২. দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ চাওয়া ঃ দায়িত্ব পালন একার পক্ষে সম্ভব নয় বলে সকলের পরামর্শ, সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই দায়িত্বশীলের নিজের উপর অর্পিত জিম্মাদারি সঠিকভাবে পালনের জন্য মন খুলে অন্যান্য ভাইদের কাছে পরামর্শ চাওয়া একটি জরুরি বিষয়। এতে দায়িত্বশীল ও কর্মীর মাঝে সম্পর্ক গভীর হয়। জনশক্তির মাঝে কাজের স্বতঃস্ফূর্ত গতি ফিরে আসে। আনন্দচিত্তে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকলে আন্তরিক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৩. মার্জিত ভাষায় পরামর্শ দেওয়া ঃ আমার পরামর্শ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেই আমি পরামর্শ দেব। তবে অত্যন্ত মার্জিত ভাষায়, সুন্দর শব্দ চয়নের মাধ্যমে ও ঠাণ্ডা মাথায় পরামর্শ দিতে হবে। সংগঠনে বর্তমানে এই কাজ করতে হবে, আমার এই পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে— এ জাতীয় বক্তব্য পরামর্শের ভাষা হতে পারে না; বরং বর্তমানে সংগঠনে অমুক কাজটি আঞ্জাম দিতে পারলে ভাল হত বলে মনে করি। আমার এই পরামর্শটা সংগঠনের জন্য কল্যাণকর হবে বলে আশা রাখি— এভাবে পরামর্শ দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ দেওয়া ঃ সংগঠন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে যথাসময়ে পরামর্শ পাঠিয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমার পরামর্শ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংগঠনের হাতে পৌঁছা দরকার। রাসূলে করীম (স) ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ বৈঠক আহ্বান করে পরামর্শ চাইলেন এবং পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তও ঘোষণা করে দিলেন। পরবর্তীতে কিছু কিছু সাহাবী নতুন পরামর্শ নিয়ে আসলে আল্লাহর নবী তা নাকচ করে ঘোষিত সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকেন।

৫. পরামর্শ গৃহীত হল কিনা তা বিবেচনা করে পরামর্শ দেওয়া যাবে না ঃ আমার আপনার মত অন্যান্য ভাইদেরকেও আল্লাহ পাক চিন্তা-ভাবনা করার মত বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। সুতরাং আমারটাই গ্রহণ করতে হবে এ জাতীয় মন-মানসিকতা নিয়ে

www.amarboi.org

পরামর্শ দেওয়া একটা অসৌজন্যমূলক কাজ হবে। বরং পরামর্শদাতার মন এতটা উদার থাকতে হবে যে, তার পরামর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তও যদি হয়, তাহলে সে দ্বিধাহীন চিত্তে তা মেনে নেবে।

৬. পরামর্শ দিয়ে আবার দেখবে না যে তার পরামর্শ গৃহীত হল কিনা ঃ এ জাতীয় মন-মানসিকতা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে। আমার দায়িত্ব ঈমানদারীর সাথে পরামর্শ দেওয়া। আর সংগঠন বা দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব হল পরামর্শ গ্রহণ করা। পরামর্শ দিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে অন্য কোন চিন্তা করা যথার্থ হবে না।

৭. পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে গ্রুপিং না করা ঃ নিজের পরামর্শ আন্তরিকতা সহকারে সংগঠনের কল্যাণার্থে দায়িত্বশীলদের কাছে বলতে হবে অথবা যথাযথ ফোরামে সেই পরামর্শ পেশ করতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তি তার পরামর্শকে মূল্যবান মনে করে অন্য ভাইকে নিজের পরামর্শের কথা বলে, এর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে ঐ ভাইয়ের মাধ্যমেও দায়িত্বশীলের কাছে একই পরামর্শ পাঠানোর ব্যবস্থা করা ঠিক নয়। আর নিজের পরামর্শের কথা যত্রতত্র প্রচার করা ও তার পক্ষে জনমত সৃষ্টির কোন প্রয়াস চালানোও ঠিক নয়। কোন সংগঠনে এ ধরনের অনুমতি থাকলে বা এ ধরনের পরিবেশ তৈরি হলে সে সংগঠন চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হতে বাধ্য।

৮. ক্ষতিকর পরামর্শ দেওয়া যাবে না ঃ এমন কোন পরামর্শ দেওয়া যাবে না যাতে অকল্যাণকর বা খারাপ দিক রয়েছে। এমনটি করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। হাদীস শরীফের ভাষায়,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهٗ - (ابو داؤد)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে এমন কাজের পরামর্শ দিল, যে সম্পর্কে সে জানে যে, এর বিপরীত কাজে কল্যাণ রয়েছে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। (আবু দাউদ)

৯. সামষ্টিক মতের নিকট নিজের মতের কুরবানী দেওয়া ঃ জামায়াতী জিন্দেগীতে মতামতের কুরবানী একটা জরুরি বিষয়। মনে রাখতে হবে, মানুষের পক্ষে মতামত কুরবানী দেওয়াটাই বড় কুরবানী। কারণ মানুষ নিজের জীবনে অনেক নজির উপস্থাপন করতে পারলেও কুরবানীর ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। যে ব্যক্তি সামষ্টিক রায়ের নিকট ব্যক্তিগত রায়কে কুরবানী করতে ব্যর্থ হয়, সে প্রকৃতপক্ষে জামায়াতী জীবন যাপনেই ব্যর্থ হয়। যার পরিণামে এক সময় সে ব্যক্তির সংগঠন থেকে ছিটকে পড়ার আশঙ্কা থাকে। শত শত, হাজার হাজার মতের ভিত্তিতে কোন দিন আন্দোলন সংগঠন চলতে পারে না। সংগঠনকে অবশ্যই একটা মতের উপর এসেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজেই হাজার হাজার কর্মী ভাইয়েরা যদি যার যার মতের উপর জিদ ধরে, তাহলে বাস্তবে কি দশাটা দাঁড়ায় তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হবে না। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে

www.amarboi.org

রাসূল (স) একটি হাদীসে তিনটি মুক্তিদানকারী ও তিনটি ধ্বংসকারী জিনিসের উল্লেখ করেছেন। ধ্বংসকারী জিনিস ৩টি হল ঃ

১. এমন কামনা বাসনা, মানুষ যার অনুগত দাস হয়ে যায়।

২. এমন লোভ-লালসা, যাকে পরিচালক মেনে নেওয়া হয়।

৩. নিজের মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। রাসূল (স) বলেন, আর এটিই হচ্ছে সর্বাধিক ভয়াবহ। (বায়হাকী)

নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও বুজুর্গ মনে করার মত জঘন্য মন-মানসিকতা থেকে এবং নিজের মতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মত ধ্বংসকারী জিনিস থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

১০. নিজের মতের বিপরীত সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে তা বাইরে প্রকাশ না করা ঃ নিজের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হল না বলে তা বাইরে প্রকাশ করে সংগঠনের শৃঙ্খলার বিপরীত কাজ করা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। আমার মতামতটাই সঠিক ছিল— এ জাতীয় মনোভাব পোষণ করা কিছুতেই ঠিক নয়। ওহীর জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞান নির্ভুল হতে পারে না। আর এটাও ঠিক যে, সামষ্টিক সিদ্ধান্ত কখনো ভুলও হতে পারে। সামষ্টিকভাবে যদি ভুল মতামতের উপর সিদ্ধান্ত কখনো হয়ে যায়, তাহলে সেই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা নারাজ হবেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বদর যুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে রাসূলে করীম (স) পরামর্শ চাইলেন। এতে ওমর (রা) পরামর্শ দিলেন বন্দিদের স্ব-স্ব আত্মীয়-স্বজনরা তাদেরকে হত্যা করবে। আর আবু বকর (রা) মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করার পক্ষে মতামত দিলেন। আল্লাহর রাসূল (স) আবু বকর (রা)-এর মতকে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। অন্যদিকে আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ওহী নাযিলের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন হযরত ওমরের মতামতটাই সঠিক ছিল। কিন্তু যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল সে বিষয়ে আল্লাহ পাক নারাজির কথা উল্লেখ করেননি। তার মানে আল্লাহ পাক সামষ্টিক সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন।

তবে এতটুকু বলতে দ্বিধা নেই যে, সামষ্টিক সিদ্ধান্তে ভুলের আশঙ্কা থাকে সবচেয়ে কম। কাজেই ব্যক্তির মতামত নিয়ে বাড়বাড়ি না করে সামষ্টিক রায়কে মেনে নিয়ে নিজের রায়কে কুরবানী করে দেওয়াটাই সর্বাধিক কল্যাণকর কাজ। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার তাওফীক দেন।

পরামর্শের নিয়মনীতি সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) বলেন,

১. প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমানদারীর সাথে নিজের মত প্রকাশ করবে এবং মনের মধ্যে কোন কথা লুকিয়ে রাখবে না।

২. আলোচনায় কোন প্রকার জিদ, হঠকারিতা ও বিদ্বেষের আশ্রয় নেবে না।

৩. সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর ভিন্ন মত পোষণকারী নিজের মত পরিবর্তন না করলেও দলীয় সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য সানন্দে অগ্রসর হবে।

www.amarboi.org

মাওলানা মওদূদী (র) আরো বলেন, এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখলে পরামর্শের সমস্ত ফায়দাই নষ্ট হয়ে যায়। পরিশেষে এটি দলের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে।

পরামর্শের নিয়মনীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন,

১. প্রত্যেকে ঈমানদারীর সাথে দীনের স্বার্থে নিজের মত প্রকাশ করবে, মনের মধ্যে কোন কথা লুকিয়ে রাখবে না।

২. আলোচনার সময় নিজের মতের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য জিদ ধরবে না বা অপর মতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করবে না।

৩. খোলামেলা আলোচনার পর অধিকাংশ লোক যে মতের পক্ষে রায় দেয়, তাই সংগঠনের সিদ্ধান্ত হিসেবে সবাইকে মেনে নিতে হবে।

৪. এ সিদ্ধান্ত যারা সঠিক মনে করেন না, তারা পরবর্তীকালে ঐ ফোরামে সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু অন্য কোথাও এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করবেন না।

৫. সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হলেও সংগঠনের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবে।

এ নিয়ম-নীতি না মানার পরিণাম সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, "যে এসব নিয়ম মেনে চলতে রাজি নয়, তার সংগঠন ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সংগঠনে থাকতে হলে অধিকাংশের মত মেনে নিতেই হবে। কারণ এ নিয়ম ছাড়া একদল লোক কখনো একসাথে চলতে পারে না।"

পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে সর্বশেষ কথা হল, যদি আপনার পরামর্শ গৃহীত হয়ে যায় বা আপনার পরামর্শ অনুযায়ী যদি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কান্নাকাটি করুন। কারণ এই পরামর্শের মধ্যে যদি কোন ক্ষতিকর কিছু থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ পাক যেন সংগঠনকে এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে হেফাযত করেন।

আর যদি আপনার পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়, তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। কেননা আপনার আমার পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে সংগঠন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হত, তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা কি জবাব দিতাম। সুতরাং জবাবদিহিতার কাঠগড়া থেকে আপনাকে আমাকে আল্লাহ পাক বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক যে মেহেরবানী করেছেন সেজন্য তাঁর দরবারে অবনত চিত্তে শুকরিয়া আদায় করুন।

উপরিউক্ত মনোভাবকে সদাজাগ্রত রেখে আমরা যদি পরামর্শ দেই, তাহলে কোন প্রকার সমস্যা হবার কথা নয়। কারণ আমরা তো এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে, আমার পরামর্শটাই একশত ভাগ সঠিক। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে শয়তানের সকল চক্রান্ত থেকে হেফাযত করে তাঁরই দীন কায়েমের পথে মৃত্যু পর্যন্ত অটল অবিচল থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

www.amarboi.org

ইসলামী সংগঠনে ইহ্তিসাব

বিশ্ব নবীর আদর্শ ঃ পারস্পরিক সংশোধন পদ্ধতি

আল্লাহ পাক বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আর্শ। (সূরা আহযাব ঃ ২১)

নবী করীম (স) বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই আপন ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। সুতরাং কেউ যদি তার ভাইয়ের মধ্যে কোন ক্ষতিকর কিছু দেখে, তাহলে সে যেন তা দূর করে দেয়। (তিরমিযী)

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের প্রাণশক্তি হলো দুটো ঃ

এক. পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা কর।

দুই. সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক সমালোচনা করা।

উক্ত নিবন্ধে আমরা "সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক সমালোচনা" এ বিষয়ে নবী করীম (স) এর আদর্শের নিরিখে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

অপর ভাইয়ের সংশোধন করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় পরিবেশকে আরো জটিল করে ফেলি। অনেকে মনে করেন তিনি ত্রুটি করেছেন। তার সংশোধন হওয়া বা তাকে সংশোধন করা জরুরি, আর তা এখনই হওয়া দরকার। অপর ভাইয়ের কল্যাণে সংশোধন করার প্রক্রিয়া অবশ্যই ভাল কাজ। কিন্তু মনে রাখতে হবে তা যদি রাসূল করীম (স) এর দেখানো পদ্ধতিতে না হয়, তাহলে এই প্রচেষ্টায় কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

মনে রাখতে হবে, আমরা যা চাই, যা করতে ইচ্ছা পোষণ করি, তা অবশ্যই বিশ্ব নবীর আদর্শের মানদণ্ডে যাচাই করে নিতে হবে। অন্যথায় ঈমানের দাবি পূরণে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাবো। এজন্যে নিম্নোক্ত হাদীসটি সামনে রাখা প্রয়োজন মনে করছি। আর তা হল ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ -

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তার ইচ্ছা, কামনা-বাসনা আমার আনীত বিধানের অনুবর্তী না হবে। (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত থেকে ইন্তিখাবে হাদীস)

www.amarboi.org

এ হাদীসটিকে সামনে রেখে আমরা যদি গোটা লেখাটা পাঠ করি এবং তা হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে বাস্তব ময়দানে কাজে লাগাতে পারি তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

এবার আসুন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। আর তাহল, "বিশ্ব নবীর আদর্শ ঃ পারস্পরিক সংশোধন পদ্ধতি" পারস্পরিক সংশোধন পদ্ধতিকে ইসলামী পরিভাষায় ইহ্তিসাব বলে।

ইহ্তিসাব শব্দটি আরবী। এর বাংলা অর্থ হল, গঠনমূলক সমালোচনা বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা।

পরিভাষায়, অপরের কল্যাণ কামনায় ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে ইহ্তিসাব বলে। আর সামষ্টিক গঠনমূলক সমালোচনাকে আরবীতে মুহাসাবা বলে।

ইহ্তিসাবের গুরুত্ব

১. সংগঠনকে গতিশীল করার জন্য ঃ সাংগঠনিক সুস্থতা, সংশোধন ও গতিশীলতার জন্য গঠনমূলক সমালোচনার দ্বার উন্মুক্ত থাকা অপরিহার্য। কারণ মানবিক কাজে দুর্বলতার প্রকাশ স্বাভাবিক ব্যাপার; কিন্তু যেখানে দুর্বলতার প্রতি নজর রাখার কেউ থাকে না, সেখানে সকল প্রকার দুর্বলতার আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিণত হতে থাকে এবং তা ধীরে ধীরে মারাত্মক আকার ধারণ করে সংগঠনের চলার গতিকে শিথিল করে দেয়। গঠনমূলক সমালোচনা করার সুন্দর পরিবেশ জারি থাকলেই দোষ-ত্রুটি যথাসময়ে প্রকাশিত হয় এবং তা সংশোধনের প্রচেষ্টাও চালানো যায়। মনে রাখতে হবে, সংগঠনের সুস্থ-সবল ও রোগমুক্ত দেহের জন্য সমালোচনার চাইতে উত্তম পন্থা আর কিছু নেই। এ ব্যাপারে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) বলেন, "সমালোচনামূলক চিন্তাকে দাবিয়ে দেওয়ার চাইতে দলের বড় অকল্যাণ আর কিছুই হতে পারে না।"

২. গীবতের পথ বন্ধ করার জন্য ঃ গীবত হল এক মারাত্মক রোগের নাম। এই রোগের প্রতিষেধকের জন্য সমালোচনা চালু থাকা একান্ত জরুরি। এটি একটি ফেত্না বিশেষ। কারণ মানুষ তার ভাইয়ের সামনে নয়; বরং পিছনে বসে নিন্দাবাদ করে। তাই কুরআন গীবত করাকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাবার সঙ্গে তুলনা করেছে। যেমন– আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ـ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন অপর কারো গীবত না করে। তোমরা কি কেউ আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে। (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

www.amarboi.org

কারো গীবত করা যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন ভাই কারো ব্যাপারে গীবত করলে তা শোনাও ইসলামী শরীআতে জায়েয নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার শামিল।

হযরত মায়মুন (রা) বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল, কারণ তুমি অমুক ব্যক্তির সাথী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ, এ কথা ঠিক; কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং এতে সায় দিয়েছ। এ ঘটনার পর হযরত মায়মুন (রা) নিজে কখনো কারো গীবত করেননি এবং তার মজলিসে কাউকে গীবত করতেও দেননি। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ঃ ১২৮৪ পৃঃ, অনুবাদক মাওলানা মহীউদ্দিন খান)

আমরা যদি সকলে হযরত মায়মুন-(রা)-এর মত ভূমিকা রাখতে পারি তাহলে সংগঠনের অভ্যন্তরে এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে, যা আমাদের সকলের কাম্য। হাদীস শরীফে গীবতকে যিনার চাইতে মারাত্মক ও জাহান্নামের শাস্তির কারণ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় আছে তিনিই পারেন গীবত নামক মারাত্মক মহামারী থেকে নিজেকে বাঁচাতে। যারা গঠনমূলক সমালোচনায় অভ্যস্ত তাদের জন্য গীবত থেকে বাঁচা আরো সহজ হয়ে যায়।

৩. সন্দেহ প্রবণতা দূর করার জন্য ঃ সন্দেহ প্রবণতা, নিকৃষ্ট অনুমান, কুধারণা এক গুরুতর ব্যাধি। এ ব্যাধি পারস্পরিক সম্পর্কে ঘুণ ধরিয়ে দেয় এবং তাকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলে। এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (র) বলেন– "কুধারণা সৃষ্টি হবার পর মানুষ গোয়েন্দাগিরির মনোবৃত্তি নিয়ে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে থাকে। কুধারণার তাৎপর্য হচ্ছে– মানুষ নিজের ছাড়া অন্য সবার সম্পর্কে এ প্রাথমিক ধারণা রাখে যে, তারা সবাই খারাপ এবং বাহ্যত তাদের যে সমস্ত বিষয় আপত্তিকর দেখা যায়, সেগুলোর ভাল কোন ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে হামেশা খারাপ ব্যাখ্যা করে থাকে। এ ব্যাপারে সে কোন প্রকার অনুসন্ধানেরও প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। গোয়েন্দাগিরি এ কুধারণারই একটি ফসল। অর্থাৎ মানুষ অন্যের সম্পর্কে প্রথমে একটি খারাপ ধারণা করে। অতঃপর তার পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ঐ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে থাকে।"

আল কুরআন এ দুটি বস্তুকেই গোনাহ বলে জানিয়ে দিয়েছে। যেমন– আল্লাহ বলেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا ـ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! অনেক বেশি ধারণা করা থেকে দূরে থাকো। কারণ কোন কোন ধারণা বা অনুমান হচ্ছে গোনাহ, আর গোয়েন্দাগিরি করো না। (সূরা হুজরাত ঃ ১২)

www.amarboi.org

আল্লাহর নবী বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ -

অর্থাৎ সাবধান! তোমরা অনুমান পরিহার কর, কেননা অনুমান হচ্ছে নিকৃষ্ট মিথ্যা কথা। (বুখারী, মুসলিম)

এই অনুমানের মাধ্যমে পরিবেশ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। শয়তান একে পুঁজি করে দীনী ভাইদের মধ্যে এক জঘন্যতম অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং আমাদের কারো মধ্যে কোন ভাইয়ের ব্যাপারে বা দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে কোন ধারণার জন্ম নিলে তা যথাসাধ্য পরিহার করার চেষ্টা করবেন। যদি এড়াবার চেষ্টা সত্ত্বেও সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাহলে তা মনের মধ্যে চেপে না রেখে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ভাইয়ের নিকট গিয়ে সংযতভাবে প্রকাশ করবেন, যাতে করে সে নিরসন করতে পারে। মনে রাখতে হবে, মনের মধ্যে সন্দেহ চেপে রাখা খেয়ানতের শামিল।

অনুমান ও সন্দেহ থেকে বাঁচার বড় উপায় হল, মানুষ তার ভাইয়ের নিয়্যাত সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করবে না, কোন খারাপ মন্তব্যও করবে না। কারণ নিয়্যাত এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সব সময়ে আন্দাজ বা অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়।

আরেকটি বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। আমরা যেমন অন্যের ব্যাপারে যাবতীয় আন্দাজ-অনুমান থেকে বেঁচে থাকবো, ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরকেও নিজের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের বিষয়ে অন্য ভাইদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই সন্দেহের সুযোগ দানকারী বিষয়কে যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে। এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল (স) আমাদের সামনে উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন– একবার তিনি ই'তিকাফে বসেছিলেন। রাতে তার জনৈক স্ত্রী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। যাবার পথে তিনি তাকে এগিয়ে দিতে চললেন। ঘটনাক্রমে ২জন আনসারের সঙ্গে দেখা হল। তারা রাসূল (স)-কে স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখে নিজেদের আগমনকে বেমওকা মনে করে ফিরে চললেন। অমনি তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, শুন! এ হচ্ছে আমার অমুক স্ত্রী। আনসারদ্বয় বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) কারো প্রতি যদি আমাদের সন্দেহ পোষণ করতেই হতো তবে কি আপনার প্রতি করতাম? তিনি বললেন "শয়তান মানুষের ভেতর রক্তের ন্যায় ছুটে থাকে।"

ইহ্‌তিসাবের উদ্দেশ্য

১. অপরের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার জন্য ঃ এই যুগে যেমনি আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূল নেই, তেমনি নবীর হাতে গড়া মানুষও নেই। আমাদের মত সাধারণ মানুষদেরকেই আজ ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে ঈমানের দাবি পূরণের জন্য। কিন্তু আমাদের জীবন দোষ-ত্রুটি দিয়ে ভরা। আর আল্লাহ চান না যে, কোন মুমিন সারা

www.amarboi.org

জীবন ভুল-ভ্রান্তির আবর্জনায় গড়াগড়ি দিতে থাকুক। তাই তিনি মুমিনদেরকে তাদের চিন্তা-ভাবনা, কথা-বার্তা, লেনদেন ও যাবতীয় কাজকর্মে তাযকিয়ার কাজে মনোযোগী হতে উৎসাহিত করেছেন।

মুমিনগণ যাতে একে অপরের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করতে পারে সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহর নবী বলেন, "মুমিন মুমিনের আয়না স্বরূপ"। (আবু দাউদ)

আয়না যেভাবে একজন ব্যক্তিকে তার সাজগোছে কোথায় ত্রুটি আছে তা দেখিয়ে দেয়, একজন মুমিনও সেভাবে আরেকজন মুমিনের জীবনের ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অপর ভাইকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আয়নার মতো ভূমিকা পালন করার তাওফীক দিন। আমীন।

২. অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় ঃ রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন, "দীন হল কল্যাণ কামনা করা।" সুতরাং আমরা সকলের কল্যাণ কামনা করি– এ কথা আমাদের সার্বিক কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। গীবত ও পরনিন্দার দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে অপরের কল্যাণ কামনায় এগিয়ে আসতে হবে। আর তা কেবল কারো সম্মুখে নয়, বরং কোন ভাইয়ের উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে সর্বাবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করতে হবে। এটা ঈমানের দাবি। আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে বলেন,

وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْشَهِدَ - (رواه النسائى)

অর্থাৎ উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় অপর ভাইয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করা। (নাসায়ী শরীফ)

তাই আমাদের সকলকেই অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্য সামনে রেখে গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে।

৩. সম্পর্ক উন্নয়ন ও গভীর করার জন্য ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ -

"নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের সকলের মধ্যে পারস্পরিক কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রদান কর।' The believers are nothing else than brothers. So make peace and reconciliation between your two brothers. (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

এই ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে সুন্দর ও গভীর করার জন্য প্রয়োজন একের প্রতি অপরের স্বচ্ছ সুন্দর ধারণা থাকা। সকল প্রকার কুধারণা থেকে মুক্ত থেকে সুধারণা পোষণ করা। আর এটা করতে হলে প্রয়োজন ইহ্তিসাবের যথার্থ মর্যাদা ও কদর করা। নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক গভীর করার তাগিদ দিয়ে রাসূল (স) বলেন,

لَايَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتّٰى تَحَابُّوا - (رواه مسلم

www.amarboi.org

অর্থাৎ তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন না হবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরকে ভালোবাসবে না। (মুসলিম)

রাসূলে করীম (স) পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর ও গভীর করার জন্য একত্রে বসে আহার, একে অপরকে উপহার প্রদান, সুন্দর নামে ডাকা, সালাম দেওয়াও সুন্দরভাবে জবাব দেওয়া, খোশমেজাজে মোলাকাত করা, দুঃখ-কষ্টে অংশ নেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া ও দোয়া করার কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনাসহ নিজেদের মধ্যকার সমস্যার আপস-রফা করে নিতে হবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে।

ইহ্তিসাবের পদ্ধতি

১. ব্যক্তিগতভাবে একে অপরকে সংশোধনের চেষ্টা করা।

২. সংশোধন না হলে দায়িত্বশীলকে জানানো।

৩. তাতেও যদি সংশ্লিষ্ট ভাই সংশোধিত না হন, তাহলে দায়িত্বশীলের অনুমতি সাপেক্ষে সামষ্টিক প্রোগ্রামে ইহ্তিসাব করা।

এর বাইরে কোন ভাই যদি অপর কোন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি আলোচনা করেন, তাহলে অবশ্যই তা গীবত ও পরনিন্দার পর্যায়ভুক্ত হবে। রাসূলে করীম (স) গীবতের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে একবার সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করেন, গীবত কি তা তোমরা জানো?

সাহাবীগণ জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, গীবত হচ্ছে এই যে, তোমার ভাইয়ের পছন্দনীয় নয়, এমন বিষয়ে তার চর্চা করা। বলা হলো, আমার ভাইয়ের মধ্যে যদি উল্লিখিত খারাবি বর্তমান থাকে? হযরত (স) বললেন, তোমরা যদি এমন খারাবির কথা উল্লেখ করো, যা তার মধ্যে আছে, তবে তো গীবত করলে। আর তার মধ্যে যদি বর্তমান না থাকে, তবে তো তার ওপর অপবাদ চাপিয়ে দিলে। (মুসলিম)

কুরআন হাদীসে এতসব সতর্কবাণী থাকার পরেও যদি কেউ কারো দোষ অন্যায়ভাবে চর্চা করতে আনন্দ পায়, তাহলে জেনে নিন, আখেরাতের শাস্তি তো পাবেই; তার পাশাপাশি এই দুনিয়াতেও এক অপমানজনক পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে তার জন্যে। রাসূলে করীম (স)-এর ভাষায়,

مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন গোনাহের জন্য লজ্জা দিবেন তার দ্বারা সেই গোনাহের কাজ না হওয়া পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না। (তিরমিযী)

www.amarboi.org

ইহ্‌তিসাব করার নিয়মনীতি

ইহ্‌তিসাবের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি কেউ নিয়মনীতির ধার না ধারে, তাহলে ইহ্‌তিসাবের উপকারের চেয়ে অপকারটাই বেশি হবে। রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত ২টি হাদীসে ইহ্‌তিসাবের বিষয়ে আমাদের জন্য ব্যাপক দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

রাসূল (স) বলেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ -

অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকেই অপর ভাইয়ের আয়না স্বরূপ, সুতরাং কেউ যদি তার ভাইয়ের মধ্যে কোন ক্ষতিকর কিছু দেখে, তাহলে যেন তা দূর করে দেয়। (তিরমিযী)

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ ضَيْعَتَهُ اَوْ يَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ -

অর্থাৎ একজন মুমিন অপর মুমিনের দর্পণ স্বরূপ এবং এক মুমিন হচ্ছে অপর মুমিনের ভাই, সে তার অধিকারকে তার অনুপস্থিতিতেও সংরক্ষিত রাখবে। (আবু দাউদ)

উপরিউক্ত হাদীস দুটো থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইহ্‌তিসাবের যে সব নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. কারো ছিদ্রান্বেষণ বা দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো উচিত নয়। কেননা আয়না কখনো ছিদ্রান্বেষণ করে না। মানুষ যখন তার সামনে দাঁড়ায়, কেবল তখনই আয়না তার চেহারা প্রকাশ করে।

২. পেছনে বসে সমালোচনা করা যাবে না। কারণ সামনা-সামনি না হওয়া পর্যন্ত আয়না কারো আকৃতি প্রকাশ করে না।

৩. সমালোচনায় কোন বাড়াবাড়ি হওয়া উচিত নয়। কেননা আয়না কোনরূপ কমবেশি না করেই আসল চেহারাটা ফুটিয়ে তোলে।

৪. সমালোচনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধি ও দুরভিসন্ধি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। কারণ আয়না যার চেহারা প্রতিবিম্বিত করে, তার প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না।

৫. বক্তব্যটুকু বলে দেওয়ার পর তাকে আর মনের মধ্যে লালন করা উচিত নয়। কেননা সামনে থেকে চলে যাবার পর আয়না কারো আকৃতি সংরক্ষিত রাখে না। অন্য কথায় অপরের দোষ গেয়ে বেড়ানো উচিত নয়।

৬. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, সকলের ভেতর পরনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও ভালবাসা ক্রিয়াশীল থাকতে হবে, যাতেকরে নিজের সমালোচনা শুনে প্রতিটি লোকের মনে স্বভাবতই যে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সমালোচকের এ মনোভাব উপলব্ধি করা মাত্রই তা বিলীন হয়ে যায়। এজন্য হাদীসে 'মিরয়াতুল মুসলিম' এর সঙ্গে 'আখুল'

www.amarboi.org

মুসলিমি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত এক ব্যক্তি যখন তার দোষ-ত্রুটিকে তার পক্ষে ধ্বংসাত্মক বলে অনুভব করতে পারবে এবং সে সঙ্গে নিজেকে তার চাইতে বড় মনে না করে বরং অধিকতর গোনাহগার ও অপরাধী বলে বিবেচনা করবে, কেবল তখনই এমন সহানুভূতি ও সহৃদয়তা পয়দা হতে পারে।

আমরা এখন যিনি সমালোচনা করবেন আর যার সমালোচনা করা হবে তাদের উভয়ের করণীয় কি তা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

যিনি ইহ্‌তিসাব করবেন তার করণীয়

১. মন-মানসিকতা সময় ও পরিবেশ বুঝে ইহ্‌তিসাব করা।

২. ইহ্‌তিসাবের ভাষা হবে মোলায়েম, ভাষায় কোন তেজ থাকবে না এবং ক্ষোভের অভিব্যক্তিও ঘটবে না।

৩. আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে ইহ্‌তিসাব করা।

৪. দরদি মন নিয়ে আন্তরিকতার সাথে ইহ্‌তিসাব করা।

৫. কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে ইহ্‌তিসাব না করা।

৬. কারণ দর্শানোর পর ঐকান্তিকতার সাথে মেনে নেওয়া এবং সবকিছু অন্তর থেকে মুছে ফেলা। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, একজন ভাই কারণ দর্শানোর পরও ইহ্‌তিসাবকারী মেনে নিতে চান না। সামনে না বললেও মনের ভিতর লালন করে থাকেন। এ ব্যাপারে রাসূল (স)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

মহানবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের কাছে নিজের ত্রুটির জন্য অক্ষমতা বা ওজর পেশ করলো, অথচ সে তাকে অক্ষম মনে করলো না এবং তার অক্ষমতাও কবুল করল না, তার এতটা গোনাহ হলো, যতটা অবৈধভাবে গ্রহণজনিত যুলুমের ফলে একজন শুল্ক গ্রহণকারীর হয়ে থাকে। (বায়হাকী)

যার ইহ্‌তিসাব করা হবে তার করণীয়

১. ছল চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে ত্রুটির স্বীকৃতি দেওয়া। কেউ কেউ ইহ্‌তিসাবের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এমন বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, আপনি যা বলছেন তা সঠিক নয় বা আপনি যা মনে করছেন তা আসলে ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর অমিয় বাণী আমাদেরকে সঠিক ভূমিকা পালন করতে সাহস জোগাবে। হাদীসের ভাষ্য ঃ

قَالَ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهِ كَذُوْبٌ -

অর্থাৎ সবচাইতে বড় খেয়ানত হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার ভাইকে কোন কথা বললে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করলো; অথচ তুমি তার কাছে মিছে কথা বললে। এটা তোমার জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা। (তিরমিযী)

www.amarboi.org

২. সংশোধনের জন্য দোয়া কামনা করা ও প্রচেষ্টা চালানো।

৩. সুন্দর ভাষায় কারণ বর্ণনা করা। ভাষাগত দিক থেকে আমাদের আরো সচেতন হওয়া দরকার। নিজের কথাগুলো বলার সময় মার্জিত, মোলায়েম, ভদ্র-নম্র ও অমায়িকভাবে বলা উচিত।

৪. ভুল ধারণা অন্তর থেকে মুছে ফেলা। ইহ্তিসাবকারী যদি যথাযথ বিষয়ে ইহ্তিসাব নাও করেন, তাহলেও মনে কোন ধারণা রাখা উচিত নয়; বরং ইহ্তিসাব বৈঠকের মাধ্যমে সবগুলো অন্তর থেকে মুছে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে ভালবাসা মিশ্রিত সম্ভাষণের মাধ্যমে বিদায় নিতে হবে।

৫. আপস্-রফা এবং অভিযোগ খণ্ডন

এ ব্যাপারে খুররম্ জাহ্ মুরাদ "ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক" নামক বইতে যে আলোচনার অবতারণা করেছেন তাই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

সম্পর্কের ভিত্তিকে মনে রাখার পর তাতে বন্ধুত্ব ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি এবং বিকৃতি ও অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার উপযোগী উপায় অবলম্বনের ব্যাপারে স্বভাবতই নানারূপ দোষ-ত্রুটি ও অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। কখনো কোনো কাজে ভুল-ত্রুটি হবে না, এটা কোনো মানুষের পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। বিশেষত এ সম্পর্ক যেহেতু ইসলমী বিপ্লবের জন্যে গড়ে ওঠে, তাই শয়তানও এ ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর থাকে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে বিকৃত করে ও তাতে ফাটল সৃষ্টির জন্যে সর্বদা ছিদ্রপথ খুঁজতে থাকে।

পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে সামনে রাখা হলে এবং নিজের জবান ও আমল দ্বারা আপন ভাইকে কোনোরূপ দৈহিক বা মানসিক কষ্ট না দেওয়া, ভাইয়ের দীনী ও দুনিয়াবী সাহায্যের জন্যে সম্ভাব্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করা, নিজের আন্তরিকতা ও ভালোবাসাকে পুরোপুরি প্রকাশ করা, অন্যের আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মূল্য উপলব্ধিস্বরূপ অধিকতর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা কিংবা অন্তত সমপর্যায়ের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা ইত্যাকার নীতি অনুসরণ করলে এবং এরই মানদণ্ডে নিজের আচরণকে যাচাই করতে থাকলে এর ভেতর শয়তানের অনুপ্রবেশ খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তারপরেও যদি সম্পর্কের ভেতর বিকৃতি ও খারাবি পরিলক্ষিত হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের সামনে কয়েকটি জিনিস অবশ্যই রাখতে হবে। এ জিনিসগুলো সামনে রাখা হলে বিকৃতি দেখা দিলেও তা সহজেই দূর করা যাবে। সম্পর্কের বিকৃতির সাধারণ ভিত্তি হচ্ছে, এক মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অপর ভাইয়ের মনে অভিযোগ সৃষ্টি। অভিযোগ সৃষ্টির বহু কারণ থাকতে পারে। তবে এ অধ্যায়ে যে জিনিসগুলো আলোচিত হচ্ছে, তা সবগুলো কারণকেই দূরীভূত করে দেয়। প্রতিটি অভিযোগের ভেতরেই একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো মুসলমান তার ভাইয়ের কোনো কথা বা কাজের দ্বারা মনঃকষ্ট পেলে তা থেকেই অভিযোগের সৃষ্টি হয়।

www.amarboi.org

বিষয়টি যদি গুরুতর হয় তাহলে এ অভিযোগই সম্পর্কের বিকৃতির জন্যে যথেষ্ট। আর যদি ছোটখাটো ব্যাপার হয় তবে অনুরূপ আরো কয়েকটি বিষয় মিলে এক প্রচণ্ড অনুভূতির সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে আলোচিত বিষয়গুলো সবার সামনে রাখা জরুরী।

প্রথমত, এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে কোনো অভিযোগের সুযোগই দেবেন না। তার দ্বারা অন্য ভাইয়ের মনে যাতে কোনো কষ্ট না লাগে, এ জন্যে তার সর্বদা চেষ্টা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, আপন ভাইয়ের ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানেরই দরাজদিল হওয়া উচিত। রাসূলে কারীম (স)-এর উন্নত নৈতিক শিক্ষার প্রতি তার লক্ষ্য রাখা উচিত এবং কারো বিরুদ্ধে যাতে অভিযোগ সৃষ্টি না হয় আর হলেও তা অবিলম্বে অন্তর থেকে দূর করার জন্যে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

তৃতীয়ত, উক্ত প্রচেষ্টার পরও যদি অভিযোগ সৃষ্টি হয় এবং তাকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে তাকে মনের ভেতর লালন করা উচিত নয়। বিষয়টি ছোটো হোক বা বড়ো, অবিলম্বে তা আপন ভাইয়ের কাছে প্রকাশ করা উচিত। আপন ভাই সম্পর্কে মনের ভেতর অনুমান ও মালিন্য রাখা এবং সে মালিন্যের সাথে তার সঙ্গে মিলিত হওয়া নিকৃষ্টতম চরিত্রের পরিচায়ক। কাজেই এ ব্যাপারে কোনোরূপ বিলম্ব না করে অন্তরের এ মলিনতা দূর করার জন্যে অনতিবিলম্বে চেষ্টা করা উচিত।

চতুর্থত, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে, তিনি অসন্তুষ্ট হবে না এবং এজন্যে নাসিকাও কুঞ্চিত করবেন না। বরং যে দরদি ভাই পেছনে বলাবলি করে খেয়ানত করার পরিবর্তে সামনে এসে অভিযোগ পেশ করলো এবং সম্পর্ককে অতীব মূল্যবান জিনিস মনে করে সামান্য অভিযোগেরও নিরসন করতে এগিয়ে এলো এবং সংশোধনের সুযোগ দান করলো তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

পঞ্চমত, আপন ভাইয়ের মনে কোনো অভিযোগ রয়েছে, একথা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসংশোধনের চেষ্টা করবে। কারণ, সময় যতো অতিক্রান্ত হয় বিকৃতিও ততোই দৃঢ়মূল হয়। তাছাড়া যতো তাড়াতাড়ি ফেতনার মূলোৎপাটন করা যায়, ততোই মঙ্গল। যদি সত্যি সত্যি তার দ্বারা ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে খোলা মনে তার স্বীকৃতি জানাবে এবং সেজন্যে অনুশোচনা প্রকাশ করবে। সে ত্রুটির জন্যে কোনো ওজর থাকলে তাও পেশ করবে। আর কোন ত্রুটি না হলে বরং কোনো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলে অথাব কোনো যুক্তিসঙ্গত ওজর থাকলে সে ভুল বুঝাবুঝি দূর করবার প্রয়াস পাবে। এ ব্যাপারে ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি একজন মুসলমানের এ কর্তব্য পালনের প্রতি সুন্দরভাবে আলোকপাত করে।

'তুমি যদি কুরবান গাহে আপন নজর পেশ করতে যাও এবং সেখানে গিয়ে তোমার মনে আসে যে, আমার বিরুদ্ধে আমার ভাইয়ের অভিযোগ রয়েছে, তাহলে কুরবান গাহের সামনে তোমার নজর রেখে দাও এবং ফিরে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে আপস-রফা কর' কেবল এরপরই আপন নজর পেশ করতে পারো।'

www.amarboi.org

এখানে অত্যন্ত চমৎকার কথা বলা হয়েছে। তোমার ভাই যদি তোমার প্রতি বিরূপ হয় তাহলে তোমার পক্ষে একজন ভালো লোক হওয়া এবং ভাইয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ককে সম্প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন ব্যাপার। বস্তুত ইবাদতের আরেক উদ্দেশ্য কেবল তখনই পূর্ণ হবে, যখন আমরা আল্লাহকে খুশি করতে পারবো। তাই নজর পেশ করার আগে ভাইয়ের অভিযোগ দূর করে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা এবং এ ব্যাপারে আদৌ বিলম্ব না করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

ষষ্ঠত, এক মুসলমান ভাই ত্রুটি স্বীকার করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়াই কর্তব্য, এ ব্যাপারে কোনোরূপ কার্পণ্য করা উচিত নয়। সে কোনো অক্ষমতা পেশ করলে তাকে অক্ষম বলে বিবেচনা করা এবং তার অক্ষমতাটি কুবল করাও কর্তব্য। পরন্তু সে যদি ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কোনো বক্তব্য পেশ করে তাহলে তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করাও কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি স্মরণ রাখা উচিত।

'যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের কাছে নিজের ত্রুটির জন্যে অক্ষমতা (ওজর)– পেশ করলো, অথচ সে তাকে অক্ষম মনে করলো না এবং তার অক্ষমতাও কবুল করলো না, তার এতোটা গোনাহ হলো, যতোটা অবৈধ শুল্ক গ্রহণজনিত যুলুমের ফলে একজন শুল্ক গ্রহণকারীর হয়ে থাকে।'

এ নির্দেশগুলো যথাযথ অনুসরণ করতে হলে লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যটা খুব ভালোমতো উপলব্ধি করতে হবে, নিজের অন্তরে ভাই এবং ভাইয়ের প্রেমের আবেগের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে সম্পর্কের বিকৃতি কত বড় গোনাহর ব্যাপার সে সম্পর্কেও পুরোপুরি উপলব্ধি থাকতে হবে। এর প্রথম জিনিসটি প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা এবং বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা থেকে খুব ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। দ্বিতীয় জিনিসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (স)-এ সম্পর্কের বিকৃতির ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে বলেছেন, 'এ হচ্ছে একটা মুণ্ডনকারী ক্ষুর, যা গোটা দীন ইসলামকেই পরিষ্কার করে দেয়।' কাজেই যে ব্যক্তি আখিরাতের কামিয়াবীকেই আসল কামিয়াবী বলে বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই নিজের দীনকে যে কোনো মূল্যে সংরক্ষিত রাখবে, আর যে নিজের দীনকে সুরক্ষিত রাখতে ইচ্ছুক হবে; সে আপন সাধ্যানুযায়ী ঐ সম্পর্ককে কখনোই বিকৃত হতে দেবে না। নবী করীম (স) পারস্পরিক অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তা যেমন মনোরম তেমনি কঠোরও। তিনি বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

অর্থাৎ 'অসন্তুষ্টি বশত আপন ভাইকে তিন দিনের বেশি ত্যাগ করা এবং উভয়ের সাক্ষাৎ হলে পরস্পর বিরপীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কোনো মুসলমানের পক্ষে জায়েয

www.amarboi.org

নেই। এই দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি সালামের সূচনা করবে (অর্থাৎ অন্তোষ বর্জন করে আপসের সূত্রপাত করবে) সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।' (বুখারী, মুসলিম; আবু আইউব আনসারী রা)

এ থেকে আপস-রফার সূত্রপাতকারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। এ ধরনের দু'জন মুসলমানের সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে কিরূপ আচরণ করা হয়, নবী করীম (স) তাও বলেছেন,

تُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءَ فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا ـ

অর্থাৎ 'সপ্তাহের দু'দিন সোম ও বৃহস্পতিবার লোকদের কীর্তি-কলাপ (আল্লাহ্‌র দরবারে) পেশ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাহকেই ক্ষমা করে দেয়া হয়, কেবল আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া। বলা হবে, এ দুজনকে কিছু দিনের জন্যে ছেড়ে দাও, যেনো পরস্পরে আপস করে নিতে পারে।' (মুসলিম)

যে ব্যক্তি তিনদিন পর্যন্ত আপন ভাইকে পরিত্যাগ করে, তার সম্পর্কে রাসূল (স) আরো বলেছেন ,

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ـ

অর্থাৎ 'আপন ভাইকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি বিচ্ছিন্ন থাকলো এবং এই সময়ের মধ্যে মারা গেলো, সে জাহান্নামী হবে।' (আহমদ, আবু দাউদ; আবু হুরায়রা রা)

তিনি আরো বলেছেন ,

مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهٖ ـ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে এক বছরের জন্যে ত্যাগ করলো, এ ত্যাগ করা যেনো তার রক্তপাত ঘটানো (অর্থাৎ সে এতোটা গোনাহ করলো)।' (আবু দাউদ; আবু হুরায়রা রা)

অবশ্য এ ব্যাপারে এমনি অবস্থাও দাঁড়াতে পারে যে, এক পক্ষ আপস মীমাংসার চেষ্টা করার পর সম্পর্কচ্ছেদ করছে কিংবা বিরোধের ক্ষেত্রে সে সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় বিচার-বুদ্ধি ও শরীআতের দৃষ্টিতে তার কোনই গোনাহ হবে না। তবে এমনি পরিস্থিতিতেও দারাজদিল হয়ে কাজ করা, নিজের ভাইকে ক্ষমা করে দেয়া এবং সত্যের ওপর থেকেও বিরোধ মিটিয়ে ফেলার সদুপদেশই তাকে দেয়া হয়েছে। একটি হাদীসে নবী করীম (স) এ বিরোধ প্রত্যাহারের উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেছেন ,

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ عَلٰى حَقٍّ بُنِىَ لَهٗ بَيْتٌ فِىْ وَسَطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حُسْنِ خُلُقِهٖ بُنِىَ لَهٗ فِىْ اَعْلَاهَا ـ

www.amarboi.org

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি বিরোধ প্রত্যাহার করলো, অথচ সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার জন্যে জান্নাতের মাঝখানে একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্র উন্নত করে নিলো, তার জন্যে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।' (তিরমিযী; আনাস রা.)

স্পষ্টত সুন্দরতম চরিত্রের উচ্চতম স্তরই হচ্ছে ক্ষমা বা মার্জনা। এর বিনিময়েই মানুষ জান্নাতের উচ্চতম স্তরে স্থান পাবার যোগ্য হয়।

আপস-রফার সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাইয়ের মধ্যকার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং কোথাও বিকৃতির চিহ্ন দেখলে তাকে সংশোধন করা অন্যান্য মুসলিম ভাই ও সাধারণভাবে মুসলিম সমাজের কর্তব্য। কারণ এ সংশোধনের উপরই পারস্পরিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। আর এ সম্পর্কই হচ্ছে সমাজের প্রাণ ও আত্মা। আল কুরআন নিম্নোক্ত ভাষায় এ সংশোধনের হুকুম দিয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ -

অর্থাৎ,মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে ফেলো। (হুজরাত ঃ ১০)

এমনকি এ ব্যাপারে সীমাতিক্রমকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রাসূলে কারীম (স) একবার সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলবো মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে যার সওয়াব নামাজ, রোজা, সাদকার সওয়াবের চাইতেও বেশি?' সাহাবীগণ বললেন ,

'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই বলুন।' তিনি বললেন ,

إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ - وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ

'লোকদের মধ্যকার (সম্পর্কের) সংশোধন করা মুসলিমের কর্তব্য আর লোকদের মধ্যকার সম্পকের বিপর্যয় সৃষ্টি করা হচ্ছে দীনকেই মুণ্ডিয়ে ফেলা।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন (যদিও মিথ্যার ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত কঠোর)।

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا فَيُنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا -

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আপস মীমাংসা করায়, ভালো কথা বলে ফলে কল্যাণের বিবৃদ্ধি ঘটায়; অথবা ভালো কথা পৌছিয়ে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়।' (বুখারী, মুসলিম; উম্মে কুলসুম রা)

www.amarboi.org

অর্থাৎ এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের কাছে এমনি সৎপ্রবণতা পৌঁছিয়ে দেয়, যা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। অবশ্য এমন মধ্যস্থতা যেখানে সংশোধনের জন্যে প্রয়োজন হবে, সেখানে মিথ্যা কথা বলা এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের ভালোবাসা ও শুভাকাঙ্ক্ষার প্রতি আস্থাবান হতে পারে, এমন ভঙ্গিতে কথা বলাই উচিত।

এ নির্দেশগুলোর আলোকে মুসলমান যদি নিজেও অভিযোগের সুযোগ না দেয় এবং সেই সঙ্গে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে আর সমাজও সচেতন থাকে, তাহলে শয়তানের পক্ষে নাকগলানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

ইহ্‌তিসাবের নিয়মনীতি পালন না করার পরিণাম ঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) বলেন, সমালোচনাকারীকে যথার্থ পদ্ধতিতে সমালোচনা করতে হবে। একজন দোষ সন্ধানকারী অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সমালোচকের বেয়াড়া, বেকায়দা, অসময়োচিত ও বাজে সমালোচনাও দলকে ঠিক একই পর্যায়ের ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে।

সংগঠনে ইহ্‌তিসাব না থাকার পরিণাম

১. এর ফলে আন্দোলনের গতিশীলতা থাকে না। কেউ যদি আন্দোলনকে পঙ্গু করতে চায়, সেই পারে ইহ্‌তিসাবের মত সুন্দর পদ্ধতি ছেড়ে শয়তানের আবিষ্কৃত পন্থা অবলম্বন করতে।

২. পারস্পরিক সম্পর্কে কৃত্রিমতা আসে। কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা রেখে তার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রাখা যায় না। সুতরাং তখন যে সম্পর্কটি গড়ে ওঠে তাতে মেক-আপ লাগানো থাকে। এ জাতীয় মেক-আপ লাগানো সম্পর্কের মাধ্যমে ঈমানের দাবি পূরণ হতে পারে না।

৩. পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস কমে আসে। আমাদের সংগঠনের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় আস্থা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে। আর তাই যদি আমরা হারিয়ে ফেলি, তাহলে শয়তান সন্দেহের এমন এক পাহাড় তৈরি করে দিবে, যা অতিক্রম করে আস্থা ও বিশ্বাসের সেই সুন্দর রাজ্যে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হব।

৪. গীবতের মত মারাত্মক রোগ ছড়িয়ে পড়বে। যে সংগঠনে গীবত চালু হয়ে যায়, সেখানে সুস্থ, সুন্দর ও আন্তরিক পরিবেশ থাকতে পারে না। সেই পরিবেশ আল্লাহর রহমত দ্বারা বেষ্টিত না হয়ে শয়তানের কালো জালে পরিবেষ্টিত হয়ে যায়।

পরিশেষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিখানো ভাষায় আমাদের পারস্পরিক কাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের জন্য দোয়া করে ইতি টানতে চাই। সেই কাঙ্ক্ষিত দোয়া দুটো নিম্নরূপ।

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

www.amarboi.org

অর্থাৎ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সে সব ভাইকে ক্ষমা করে দাও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন। আর আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্য কোন হিংসা ও শত্রুতা ভাব রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। (সূরা হাশর ঃ ১০)

বিশ্বনবী কি মনোজ্ঞ ভাষায় দোয়া করেছেন!

اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরগুলোর পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন করে, সুন্দর করে দাও। (আল-হাদীস)

পরিশেষে একটি ইসলামী সংগীতের কয়েকটি লাইন তুলে ধরে বিদায়ের রেখা আঁকছি।

"আমাদের খালি হাত ভরে দাও রব,
আমাদের কালো গুলো, ভালো করে দাও অসীম ক্ষমায়।
আমাদের খালি হাত ভরে দাও রব,
আমরা তো ব্যর্থ, হারিয়েছি সব।
আমাদের কালোগুলো ভাল করে দাও,
ভুল থেকে আমাদের পথে তুলে নাও।

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআনুল কারীম
২. তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন
৩. সহীহ বুখারী শরীফ
৪. সহীহ মুসলিম শরীফ
৫. জামে তিরমিযী শরীফ
৬. যাদে রাহ
৭. মিশকাত শরীফ
৮. ইন্‌তিখাবে হাদীস
৯. কুরআনের পরিভাষা– ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
১০. আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান– ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
১১. ইসলামী সংগঠন– অধ্যাপক এ, কে, এম নাজির আহমদ
১২. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন– মতিউর রহমান নিজামী

www.amarboi.org

১৩. স্টাডি সার্কেল– অধ্যাপক গোলাম আযম

১৪. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান– নঈম সিদ্দিকী

১৫. ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী– সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

১৬. ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন, কর্মী– সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

১৭. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক – খুররমজাহ মুরাদ

১৮. সংসদ সমার্থ শব্দকোষ– অশোক মুখোপাধ্যায়।

১৯. কুরআন হাদীস সঞ্চয়ন – অধ্যাপক মাওঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া।

২০. ইসলামী সংগঠনে নেতা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ – এ.কে এম নাজির আহমদ।

সমাপ্ত